উৎসর্গ পত্র।

পরমারাধ্য

পরমপূজনীয়

৺ কালীদাস ন্যায়রত্ন

পিতৃদেব মহাশয়ের স্মরণার্থে তাঁহার
চিরস্মরণীয় নামে উৎসর্গীকৃত
হইল।

গ্রন্থকার।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

বিনোদ	কাঞ্চননগরের দুশ্চরিত্র ধনশালী যুবা জমীদার।
সুরেশ	বিনোদের সুশিক্ষিত সহোদর।
জিতেন্দ্র	উক্তগ্রামবাসী সুশিক্ষিত ধনশালী যুবা।
সতীশ ...	জিতেন্দ্রের সুশিক্ষিত বন্ধু এবং ভবশঙ্করের ভ্রাতুষ্পুত্রস্থানীয়।
ভবশঙ্কর ভট্টাচার্য্য।	প্রতিবাসী কুলীন ব্রাহ্মণ।

স্ত্রী।

অহল্যা	ভবশঙ্করের স্ত্রী ও নলিনীর মাতা।
নলিনী	ভবশঙ্করের বয়স্থা অবিবাহিতা কন্যা।
মোহিনী	সতীশের স্ত্রী।
প্রমদা	বিনোদের স্ত্রী।
ক্ষেতু বিবী	বাইজি।
তারা	প্রমদার দাসী।

ডাক্তার, ইয়ারগণ, কন্যাযাত্রীগণ, ভৃত্য, দ্বাররক্ষক, ঘটক, লাঠীয়াল ইত্যাদি।

কুসুমে কীট।

নাটিকা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।
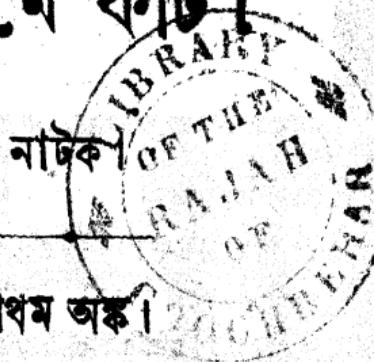
সতীশের বহির্ব্বাটী।

সতীশ ও জিতেন্দ্র আসীন।

জিতেন্দ্র। কেমন হবেত ?

সতীশ। ভরসা ত আছে, তার পর তোমার কপাল আর আমার হাতযশ।

জিতেন্দ্র। কিন্তু দেখো ভাই! কগী যেন মারা না পড়ে।

সতীশ। (হাঁসিয়া) হুঁ! তাও কি হতে পারে? শর্ম্মা যাতে হাত দেবেন সে কর্ম্ম geometryর axium বল্লেই হয়।

জিতেন্দ্র। (হাঁসিয়া) সে কি রকম ?

সতীশ। অর্থাৎ selfevident truth, না সাধলেও সিদ্ধি।

জিতেন্দ্র। আর যদি Problem হয় ?

সতীশ। তা হলে শর্ম্মাও Archimedes হচ্ছেন।

জিতেন্দ্র। আচ্ছা তা যেন হলো, কিন্তু কি কর্‌লে বল দেখি।

সতীশ। কেন? কুন্‌কী লাগিয়েছি।

জিতেন্দ্র। (হাঁসিয়া) কুন্‌কী আবার পেলে কোথা?

সতীশ। পাবার অসম্ভাব কি? লুটী দেখালে আপ্‌নি এসে জোটে।

জিতেন্দ্র। লোকটাই কে বলনা।

সতীশ। (হাঁসিয়া) কুন্‌কী মোহিনী।

জিতেন্দ্র। বটে? (উচ্চৈঃস্বরে হাঁসিয়া) ধরতে পারবে ত?

সতীশ। (জিতেন্দ্রের দাড়ী ধরিয়া) এমন রূপ গুণের কাছী থাক্‌তে, না পার্‌বে কেন?

জিতেন্দ্র। আর যদি দড়ী ছেঁড়ে?

সতীশ। স্বস্থানং জঙ্গলং গম্যাৎ।

জিতেন্দ্র। তা হলে কিন্তু জিতেন্দ্রের ও বনবাস।

সতীশ। আর সতীশের বুঝি পোষমাস?

জিতেন্দ্র। পোষমাস কেন হতে যাবে? সর্ব্বনাশ।

সতীশ। না না—সহবাস।

জিতেন্দ্র। আর মোহিনীর?

সতীশ। গঙ্গাবাস— আকাশপানে পা।

জিতেন্দ্র। বালাই! তা কেন হতে যাবে?

সতীশ। তবে সহমরণ?

জিতেন্দ্র। কার সঙ্গে?

সতীশ। জঙ্গলবাসীস্য জিতন্দ্রবিরহবিধুরস্য সতীশস্য মৃতদেহেন সার্দ্ধং।

জিতেন্দ্র। তুমি ভাই আমায় যে রকম ভালবাস, তা এ কাজ তুমি অনায়াসেই পার।

সতীশ। আচ্ছা সেতো গেল পরের কথা। আর যদি ধরতে পারে?

জিতেন্দ্র। সোণা দিয়ে কুন্‌কীর পাছা বাঁধিয়ে দেবো।

সতীশ। আর মাহুতকে?

জিতেন্দ্র। শিরোপা।

সতীশ। কি শিরোপা?

জিতেন্দ্র। ছাঁদ্‌লাতলার শীলখানা।

সতীশ। শীল নিয়ে আমার কি হবে?

জিতেন্দ্র। খোদাইকরদের দিয়ে, তার ওপরে "এই কুনকী, হাতী ধরিতে বড় মজপুত, কাহার ও হাতী ধরিবার প্রয়োজন হইলে আমার নিকটে আসিলেই অতি স্বল্পমূল্যে পাইতে পারিবে।" এই কটা কথা খুদিয়ে নিয়ে কুনকীর গলায় বেঁধে ছেড়ে দিও। তা হলেই তোমার বাড়ীতে আর খর্‌দের ধরবেনা।

সতীশ। (হাঁসিয়া) এমন কাজ করোনা। ঘরে তুলে রেখে দিও, তা হলে সে শীলে তোমায় অনেক কাজ দেবে।

জিতেন্দ্র। কি রকম কাজ?

সতীশ। যে সব লোকের বেওয়ারিস হস্তিনী দেখে চোক টাটায় তাদের চোকে ঘসে দিলে একেবারে সেরে যাবে।

জিতেন্দ্র! আর কি?

সতীশ। যে সব বংশজ ভায়ারা বিয়ে বিয়ে করে ক্ষেপে

সর্ব্বস্ব বেচেকিনে পাকা খেতখানা জয়ের করেন, ঘরে কপালে কোঁটা দিলে, তাদের ঘরে সুন্দরীর হাট বসবে।

জিতেন্দ্র। আর কি?

সতীশ। আর ডবকা ছোঁড়াগুলোর হুড়কোরোগ সেরে যাবে।

জিতেন্দ্র। (হাঁসিয়া) যা হোক ভাই তোমরা দুটীতে কিন্তু বড় সুখী। আমার ইচ্ছে হয় যে মরে সতীশ হয়ে জন্মাই।

সতীশ। তাতে লাভ?

জিতেন্দ্র। মোহিনীর অকপট প্রণয়।

সতীশ। (হাঁসিয়া) তবে নাকি তুমি পরস্ত্রীর নাম করনা?

জিতেন্দ্র। (হাঁসিয়া) তোমাতে আমাতে কি ভিন্ন, যে মোহিনী আমার পর হবে?

সতীশ। আর নলিনী?

জিতেন্দ্র। সেতো ভাই তোমারি হাতে। তুমি অনুগ্রহ করে দেও—পাব। নইলে আর—(অধোবদনে অবস্থান)।

সতীশ। ওকি! অত কেন? (চক্ষু মুছাইয়া) দিন কতক সবুর কর।

জিতেন্দ্র। (সরোদনে) তাতে ফল?

সতীশ। মেওয়া ফল্‌বে। নলিনী তোমার প্রণয়িনী হবেন।

জিতেন্দ্র। যদি আর কারুর কপাল ফুলোয়?

সতীশ। সূর্য্য ছাড়া নলিনী আর কার?

জিতেন্দ্র। কেন—ভ্রমর।

সতীশ। সে আবার কে?

জিতেন্দ্র। বিনোদ বাবু।

সতীশ। এ পদ্মের কাছে সে গুব্‌রে পোকা।

জিতেন্দ্র। (সতীশের হাত ধরিয়া) তুমি ভাই ভরসা দিলে, কিন্তু দেখো তেমন তেমন কিছু হলে, তোমার জিতেনের আশা একেবারে ছেড়ে দিও।

সতীশ। ক্ষেপেচ নাকি? আমি বল্‌চি তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে থেকো; গঙ্গা সাগরেই পড়েন। নালা ডোব তাঁর অগাধ জলরাশিকে ধরে রাখতে পারেনা। নলিনীর প্রেম অকুলপাথার; বিনোদের ক্ষুদ্র হৃদয়ডোবায় কি তার বেগ ধরে রাখতে পারে? উপ্‌ছে উঠবে যে।

জিতেন্দ্র। যদি প্রাণপণে চেষ্টা করে দেখে?

সতীশ। তা হলে সেই প্রবল স্রোতের তলায় পড়ে হাবুডূবু খেতে খেতেই প্রাণটা যাবে। চিহ্নও থাকবেনা।

জিতেন্দ্র। কথায় ত তোমাকে আঁটা ভার। কিন্তু এখন কি কি বন্দোবস্ত হয়েছে বল দেখি।

সতীশ। বন্দোবস্ত খুব পাকা রকম হয়েছে। প্রথমত পুরুষমহলে এক জন শিক্কেনাড়াগোছের ঘটককে লাগয়ে দিয়িছি! তার পর মেয়েমহলে আমার মোহিনী ঘট্‌কী আছেন।

জিতেন্দ্র। কতদূর ফল হলো?

সতীশ। ইস্তক শেকড় থেকে নাগাৎ আগ্‌ডাল পর্য্যন্ত।

জিতেন্দ্র। ও পেঁচাও কথা এখন রেখে, যত দূর হয়েছে সব বল।

সতীশ। হয়েছে অনেক দূর, চুম্‌কুড়ি দিচ্চে—রাধাকেষ্ট বলচে—দাঁড়ে বসেছে—ভবে ছোলা খাচ্চে—আর—আর—

জিতেন্দ্র। আর—আর—কি?

সতীশ। আর চব্বিশ ঘণ্টা মালা জপ্‌চে!

জিতেন্দ্র। হরিনামের?

সতীশ। না—জিতেন্দ্র নামের।

জিতেন্দ্র। কার মুখে শুনলে?

সতীশ। ঘট্‌কী চূড়ামণিনী বলেছে।

জিতেন্দ্র। তবে এখন কি রকম অবস্থা?

সতীশ। নবম দশা উপস্থিত।

জিতেন্দ্র। কিন্তু দেখো ভাই, বিনোদ যেন আমার বাড়া ভাতে ছাই না দেয়।

সতীশ। ছাই দেয় কি ছাই পায় তা এর পরে দেখো।

জিতেন্দ্র। আচ্ছা, তবে এখন যাই, আবার কাল আস্‌বো।

সতীশ। আচ্ছা (হাঁসিয়া) কিন্তু মাহুতের শিরোপার কথাটা যেন ভুলোনা।

জিতেন্দ্র। না। আমার মরণ বাঁচন কিন্তু ভাই তোমার হাতে। [প্রস্থান]

সতীশ। (স্বগত) উঃ! নব অনুরাগের কি অনির্ব্বচনীয় শক্তি! এমন ধীর পুরুষকেও একেবারে অস্থির করে তুলেছে।

উদিবে পূর্ণিমাশশী, আইলে যামিনী—
প্রকাশি কিরণছটা—পূরবগগনে।

হাঁসিবে মেদিনী ধনী সোহাগের হাঁসি
মধুর মাধুরীমাখা—মনের হরিষে।
ভাসিবে প্রেমিককুল সুখের সাগরে
নাশিবে আঁধাররাশি শশাঙ্ককিরণে।
এই ভাবি মুহুর্মুহু উথলে বারিধি—
ত্যজিয়া ধীরতা—গভীরতা—গম্ভীরতা।
তেমতি সুহৃদ মম মিলনলালসে
নাচিছেন লাজভয়ে দিয়ে জলাঞ্জলি।

এখন দুজনের হাত এক করে দিতে পাল্লেই আমার একটা মহৎ কাজ করা হয়।

পটক্ষেপণ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

ভবশঙ্করের বহির্ব্বাটী।

ভবশঙ্কর আসীন।

ভব। (স্বগত) কন্যাসন্তানটী সুপাত্রস্থা হলে মাতা পিতার বড়ই সুখের সামগ্রী। কিন্তু যদি কুগ্রহবশত কুপাত্রের করকবলিত হয়ে ক্লেশ পায়, তাহলে তাঁদের আর দুঃখ রাখবার স্থান থাকেনা। (চিন্তা করিয়া) আর তা না হবেই বা কেন? হাজার হোক মাবাপের নাড়ীছেঁড়া ধন। দশমাস দশদিন গর্ভে ধারণ করবার পর, ভুমিষ্ঠ হলে, কত ক্লেশ, কত যন্ত্রণা ভোগ করে লালন পালন করলে, তবে মানুষের মত হয়।

সুতরাং তখন তার তিলমাত্র ও ক্লেশ দেখলে যে মাতাপিতার মনে দুঃখের স্রোত বইবে তার আশ্চর্য্য কি? (দীর্ঘনিশ্বাস) নলিনীর আমার ত কন্যাকাল প্রায় অতীত; এখন যোগে-যাগে মাকে আমার সৎপাত্রের হস্তে সমর্পণ করতে পারলেই আমার দুর্ভাবনা দূর হয়। আর পাত্রটী সৎকুলোদ্ভবও হওয়া চাই। আহা মা আমার কমলা। এখন অনুরূপ নারায়ণের অঙ্কলক্ষ্মী হতে পাল্লেই, দেখে আমারও জীবন সার্থক হয়—আর ব্রাহ্মণীরও চোক জুড়ায়। আহা! তার বড় ইচ্ছে যে জিতেন্দ্রকে জামাই করে। তা এমন ভট্টাচার্য্যিকপালে কি অমন সোনারচাঁদ জামাই ঘটবে? শুনেছি জিতেন্দ্র নাকি সকল শাস্ত্রের পারদর্শী হয়েছেন। আর ঐশ্বর্য্যের ত সীমা নাই। আবার রূপে রতিপতিকেও পরাস্ত করেছেন। সুতরাং রূপ গুণ ঐশ্বর্য্য সকলি যেন একাধারে বিরাজ কচ্চে। (চিন্তা করিয়া) আর না হবেই কেন? যেমন মহদ্বংশে জন্ম সকলইত তার অনুরূপ হওয়া চাই——

"আকরে পদ্মরাগানাং জন্ম কাচমনেঃ কুতঃ"

এখন আমার নলিনাকে তাঁর অঙ্কলক্ষ্মী করে দিতে পাল্লেই আমার সকল আশা পূর্ণ হয়। (চিন্তা করিয়া) জিতেন্দ্রই আমার নলিনীর উপযুক্ত পাত্র! অমন সুপাত্র কি আর মেলে! (হাঁসিয়া) হুঁ! বিনোদ আবার নলিনীকে বিয়ে করবে বলে দুবেলা লোক পাঠাতে লেগেছে। (দীর্ঘ নিশ্বাস) হা পামর! বামন হয়ে চাঁদে হাত! কাকের মাথায় কি হীরকমুকুট শোভা পায়? আমি ভবশঙ্করভট্টাচার্য্যি! আমি কি সন্তানের উপর মেয়ে দিই। তা আবার তোর মত পাপিষ্ঠকে নলিনীরত্নদান!

তার চেয়ে হাতপা ধরে জলে ফেলে দেওয়াও ভাল। আর তুই যাকে বিয়ে করেছিস তাকেই আগে সুখী কর, অন্যের ওপর তোর লালসা কেন? যাহোক্ এখন ধর্ম্মেধর্ম্মে শুভকর্ম্মটা সম্পন্ন করতে পারলে বাঁচি। ব্যাটা যে রকম আড়ে-হাতে লেগেছে একটু ভয়ও হয়। কি জানি ব্যাটার অতুল ঐশ্বর্য্য। (চিন্তা করিয়া) না—ভয়ই বা কি? নারায়ণ রক্ষা করবেন।

ঘটকের প্রবেশ।

ভব। আসতে আজ্ঞা হোক—আসতে আজ্ঞা হোক। আমিও এই, আপনি কখন আসবেন তাই ভাবছিলাম। (নেপথ্যের প্রতি) ওরে তামাক দে।

ঘটক। এ কেমন হয়েছে জানেন, যেমন কাকতালীয় ন্যায়। অর্থাৎ কস্যচিৎ তালেকস্য পতনসময়ে—কিনা পতন-কালে অর্থাৎ (উচ্চৈঃস্বরে) পত্যাৎ পত্যাৎ ইত্যেবাবসরে ইতি যাবৎ। কশ্চিৎ কাকো তদুপরি অবসীষ্ট অর্থাৎ আরো-হাঞ্চক্রুঃ। ইত্যেব মুহুর্ত্তে তালোপি অপাতয়ামাস। এনৈব হেতেন ন্যায়স্য কাকতালীয়ত্বং; অর্থাৎ এনস্মাৎ ন্যায়স্মাদেব কাকস্য তালীয়স্য চ সমানোভাবঃ। সেইরূপ যেমন আপনি স্মরণ করেছেন তেমনি আমিও একেবারে এসে হাজির। (উপ-বেশন)।

ভব। (হাঁসিয়া) মশায়ের যে দেখছি ব্যাকরণে খুব দখল?

ঘটক। ভট্চার্য্যি মশায়! তা নইলে চলবে কেন? ঘট-

কালী করা টটাটটীর কর্ম্ম নয়। এতে একটু ব্যাকর্ণে বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকা চাই।

ভব। (হাঁসিয়া) তা বটেই ত। (স্বগত) যাক ব্যাটাকে আর এখন ক্ষেপিয়ে কাজ নেই। যেন তেন প্রকারেণ স্বকর্ম্ম সাধন হলেই হলো।

(তামাকু লইয়া ভৃত্যের প্রবেশ ও ঘটককে দান।)

ঘটক। ওরে একটু পাতা এনে দে।

(ভৃত্যের প্রস্থান, কলাপাত লইয়া পুনঃ
প্রবেশ, প্রদান ও প্রস্থান)

ঘটক। (নল করিয়া তামাকু টানিতে টানিতে) মশায়! আমার বিষয়টা এবার একটু ভাল করে বিবেচনা কর্‌তে হবে।

ভব। কেন—আর বারেই বা কি মন্দ হয়েছিল?

ঘটক। না মন্দ হবে কেন? তবে কি না———

ভব। ভেঙ্গেই বলুন না।

ঘটক। এবার একটী জোড়া গরদ আর এক খানি বারাণসী শাড়ী দিতে হবে। আর বিদেয় আদায় সে পরের কথা।

ভব। তা অবশ্যই দেবো। আর ভালয় ভালয় এ শুভ কর্ম্মটা নিষ্পন্ন করে দিতে পারলে, আরো পঁচিশ টাকা আপনার বিদেয়স্বরূপ দান করবো।

ঘটক। না হবে কেন? যেমন বংশে জন্মেছেন তার উপযুক্ত কাজই ত এই। আমরা মহাশয়ের আশ্রিত। আমাদের দশ টাকা দিয়ে প্রতিপালন করলে তাতে মহাশয়ের নামই

আছে। আর আপনার পূর্ব্বপুরুষদের ও মুখ উজ্জ্বল হবে। আহা! আপনার স্বর্গীয় পিতার নাম কর্‌লে এখনও দিনটা ভালোয় ভালোয় যায়। উঃ! তাঁর মতন মহাত্মা কি আর কখন জন্মাবে? আমি স্বচক্ষে দেখেছি তিনি প্রতিদিন দোয়া-দশটী ব্রাহ্মণ ভোজন না করিয়ে জলগ্রহণ পর্য্যন্ত কর্‌তেন না। আর দান ধ্যানের ত কথাই ছিলনা।

ভব। এ সব আপনাদের আমার প্রতি অনুগ্রহ করে বলা মাত্র।

ঘটক। আপনি ত তাঁরই বংশধর। সুতরাং এরূপ বিনয় আপনাদের পক্ষে নতুন নয়। আর আপনার পূর্ব্ব পুরুষের পুণ্যে আজ পর্য্যন্ত চন্দ্রসূর্য্য উদয় হচ্চে। আর এই যে গঙ্গা প্রবাহিনী দেখচেন এও তাঁদেরই পুণ্যবলে।

ভব। যাক্—এখন আপনি সে দিন কি বল্লেন? পাত্রটী কোন্ ইস্কুলে বিদ্যাধ্যয়ন করেছেন?

ঘটক। কেন তিনিত সকল ইস্কুলেই পড়েছেন।

ভব। বলি জলপানী টলপানী কিছু পাচ্ছেন কি?

ঘটক। (উচ্চৈঃস্বরে) জলপানী কি? সায়েব বলেচেন একেবারে খোরাকি ধরে দেবেন।

ভব। (হাঁসিয়া) বটে! এখন—কি হলো বলুন দেখি?

ঘটক। সকলই ঠিক, কেবল শুভদিন দেখে কর্ম্ম নিষ্পন্ন কল্লেই হয়।

ভব। পাত্রের মত হয়েছে?

ঘটক। পাত্র ত পাত্র—অমন মেয়ে দেখ্‌লে যে পাত্রের বাবার পর্য্যন্ত মত হয়ে যায় তার ঠাওরাচ্যেন কি?

ভব। (হাঁসিয়া স্বগত) ক্ষুদ্রবুদ্ধি ঘটকের কাণ্ডজ্ঞান পর্য্যন্ত নেই। কি বল্লে কি হয়, সম্পূর্ণ সে জ্ঞানরহিত।

ঘটক। আর—বিলক্ষণ দশটাকা যোত্র আছে। আপনার নলিনী এক রকম রাজরাণী হবেন।

ভব। হাঁ। তা আমি জানি। এখন আপনার আশীর্ব্বাদে, ত্বরায় সম্পন্ন হলে বাঁচি।

ঘটক। সেত আমারি হাত। আমি মনে কল্লে, চাই কি আজই দিতে পারি।

ভব। তাই করুন। আপনি যত শীত্র পারেন, সম্পন্ন করে দিন।

ঘটক। যে আজ্ঞে, তাই হবে, আমি তবে কাল প্রাতে এসেই একেবারে দিনস্থির করে যাব। এখন তবে আসি।

ভব। না আর একটু বসুন্, এইবার একবার তামাক খেয়ে যাবেন। (নেপথ্যের প্রতি) ওরে আর একবার তামাক দে।

(ঘটকের উপবেশন।)

তামাকু লইয়া ভৃত্যের প্রবেশ।

ভব। (ভৃত্যের প্রতি) দেখ্‌ বাড়ীর ভেতর থেকে শিগ্‌গির পাঁচটা টাকা চেয়ে নিয়ে আয়ত।

(ভৃত্যের প্রস্থান টাকা লইয়া পুনঃপ্রবেশ এবং প্রদান ও প্রস্থান।)

ভব। সম্প্রতি আপনাকে এই যৎকিঞ্চিৎ দিলাম (টাকা প্রদান)

ঘটক। (টাকা লইয়া উচ্চৈঃস্বরে) যথেষ্ট! যথেষ্ট! এখন

এই আমার আশার অতিরিক্ত হয়েছে। ঈশ্বরের কাছে এখন এই প্রার্থনা করি যে জিতেন্দ্রকে নলিনী দান করে রাজার শ্বশুর হোন।

[প্রস্থান]

সতীশের প্রবেশ।

সতীশ। জ্যাটা মশায়! প্রণাম করি (প্রণাম ও পদ ধূলি গ্রহণ)

ভব। এস, বাবা এস—বস।

(সতীশের উপবেশন।)

ভব। আর এদিকে এসনা কেন বাবা?

সতীশ। আপীসের কাজে সর্ব্বদাই ব্যস্ত, সুতরাং আর হাঁফ ছাড়বার অবকাশ পাইনে।

ভব। কেন? আপীস থেকে ফিরে আসবার সময় বেড়াতে বেড়াতে এই খান থেকে জল টল খেয়ে গেলেই ত পার।

সতীশ। আজ্ঞে আপীস থেকে আস্‌তে অনেক রাত্রি হয়।

ভব। কেন? আপীসে রাত্রি হবার ত কোন কথা নয়।

সতীশ। অন্য লোকের পক্ষে নয় বটে, কিন্তু আমাকে সায়েব নিজে যতক্ষণ না যান ততক্ষণ কিছুতেই ছাড়েন না।

ভব। কেন? সায়েব কি তোমাকে বড় ভালবাসেন?

সতীশ। আজ্ঞে আপনার আশীর্ব্বাদে তিনি একটু দয়া করে থাকেন।

ভব। আহা ভাল! ভাল! সায়েব সুবোর প্রিয়পাত্র হওয়া

বড় ভাল। এখন বাবা আমার অনুরোধে মধ্যে মধ্যে অবসর মত এসে, এই খান থেকে জলটল খেয়ে যেও। কেমন আসবে ত?

সতীশ। (সলজ্জ ভাবে) তার জন্য অত অনুরোধ কেন? চিরকালই ত আপনার খেয়ে মানুষ।

ভব। এতে আর লজ্জা কি বাবা? দেখ, তোমাদেরই বাড়ী—তোমাদেরই ঘর, আমার ত আর অন্য ছেলে পিলে নেই। তোমরাই আমার ছেলে পিলে, তোমরাই আমার সব। এখন কি জন্যে জ্যাটাকে মনে পড়েছে বল দেখি?

সতীশ। না এমন কিছু নয়, তবে আপনি আমার পিতৃ তুল্য অভিভাবক, তাই আস্‌তে পারিনি বলে, আজ একবার আপনার চরণ দর্শন করতে এলেম।

ভব। তা বেশ করেছ, সে দিন নলিনী, তুমি আর এখন আসনা বলে কত দুঃখ কচ্ছিল। তা যাও; বাড়ীর ভিতর গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখাশুনা করে জলটল খেয়ে এস।

সতীশ। আজ্ঞে আজ থাক, আপীসের কাপড়টা না ছেড়ে আর জল খাবনা। এখন নলিনীর বিবাহের কি কর্‌লেন?

ভব। হ্যাঁ বাবা, ঘটকমশায়ের সঙ্গে এতক্ষণ সেই কথাই হচ্ছিল। জিতেন্দ্রকেই আমার সর্ব্বস্বধন নলিনীরত্ন দান কর্‌বো।

সতীশ। জ্যাটাইমার মত হয়েছে?

ভব। তাদের মত গোড়াগুড়িই আছে।

সতীশ। তা ভালই হয়েছে, জিতেন্দ্র বড় সুপাত্র।

ভব। তা আমি জানি। জিতেন্দ্রের স্বর্গীয় পিতা আমার পরমাত্মীয় ছিলেন। আহা তাঁর মত সাধুব্যক্তি আজ কাল পাওয়া ভার। তিনি যথার্থই প্রাতঃস্মরণীয় ছিলেন।

সতীশ। আজ্ঞে আমিও তা কতক কতক শুনেছি। যাহোক জিতেন্দ্র নলিনীর বিবাহ হলে মণি-কাঞ্চন যোগ হবে।

ভব। সে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ। এখন পাছে কোন বিঘ্ন হয় বলে মনে একটা বড় ভয় হয়েছে।

সতীশ। বিঘ্ন কিসের ?

ভব। বিনোদটা বড় পেছুতে লেগেছে।

সতীশ। সে এতে কি কর্‌তে পারে ?

ভব। তা না পার্‌লেই বাঁচি বাবা। একে যথেষ্ট টাকা আছে, তায় মাথার উপর কেউ নেই, সুতরাং সমুদায় দোষ গুলিই ক্রমে ক্রমে জুঠেছে। তাতেই কি কর্‌তে কি হবে বলে মনে একটু ভয় হয়।

সতীশ। কিছু ভয় নেই, আপনি অনর্থক চিন্তিত হবেন না। আমি তবে এখন আসি (প্রণাম ও পদধূলিগ্রহণ)

ভব। এস বাবা এস, চিরজীবী হয়ে থাক, গরিব জ্যাটাকে যেন ভুলে যেয়োনা বাবা। মধ্যে মধ্যে এক একবার এসো।

সতীশ। আজ্ঞে তাও কি বল্‌তে হবে ? আস্‌বো বইকি, সময় পেলেই আস্‌বো। (স্বগত) জিতেন্দ্রের গণ্ডূষের যোগাড়টাত হলো।

(প্রস্থান)

ভব। (স্বগত) আহা ! যেমন জিতেন্দ্র, তেমনি সতীশ। দুটীকে দেখলে মনে এক প্রকার অপূর্ব্ব আনন্দরসের আবি-

র্ভাব হয়। দুটীতে যেমন সচ্চরিত্র, তেমনি বিনীত। আবার দুজনের তেমনি গলাগলি ভাব। না হবে কেন? যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে। তা যাই, এখন ব্রাহ্মণীর সঙ্গে পরামর্শ করে দিনস্থিরটা করিগে।

(প্রস্থান।)

পটক্ষেপণ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

সতীশের শয়নগৃহ।

মোহিনী শয্যোপরি আসীনা।

সতীশের প্রবেশ।

মোহিনী। (উঠিয়া গলবস্ত্র হইয়া যোড়হস্তে) আসতাজ্ঞে হোক মন্ত্রিবর!

সতীশ। একেবারে যে ঘর আলো করে বসে রয়েছ?

মোহিনী। তোমায় অন্ধকার থেকে আলোয় আন্‌ব বলে।

সতীশ। ও আলোয় গেলে যে পুড়ে মরবো।

মোহিনী। বালাই! তুমি কেন?

সতীশ। তবে কে?

মোহিনী। যে সব ফড়িং, এই আলোর কাছে ঘুরে ঘুরে ব্যাড়ায় আর ভোঁ ভোঁ করে মরে, তারাই পুড়ে মরবে।

সতীশ। (হাঁসিয়া) আচ্ছা এতক্ষণ বসে বসে কার ভাবনা ভাবছিলে?

মোহিনী। যার ভাবলে ভাল থাকি।

সতীশ। (দেখিয়া) ও আবার কি? নাকে ও কি ঝুলিয়েছ?

মোহিনী। ফাঁদ পেতেছি।

সতীশ। কেন?

মোহিনী। ভাতার ধর্‌বো বলে।

সতীশ। কেন? একটা ভাতারে কি মন উঠেনা?

মোহিনী। তাহলে কি ফাঁদ পাতি?

সতীশ। অত ভাতার নিয়ে কি হবে?

মোহিনী। আছে অনেক কাজ।

সতীশ। শুন্‌তে পাইনে?

মোহিনী। (সতীশের গলা ধরিয়া) শুন্‌বে? শুন্‌বে?

সতীশ। বল।

মোহিনী। কুলোয় না বলে।

সতীশ। ভাগ দিতে হয় নাকি?

মোহিনী। হয় বই কি।

সতীশ। কাকে?

মোহিনী। ঠাকুরঝীকে।

সতীশ। আরে গেল; বলনা কি হবে?

মোহিনী। তবে—ঘর সাজাব।

সতীশ। আবার রঙ্গ?

মোহিনী। না সত্যি বল্‌চি।

সতীশ। কি করে?

মোহিনী। একটার মাথায় প্রদীপ বসাবো, একটার মাথায় টেপায়া রাখবো, একটা গা টিপ্‌বে, একটা পা টিপ্‌বে, একটা বাতাস কর্‌বে আর——(উচ্চহাস্য)

সতীশ। আর কি?

মোহিনী। আর দুটোকে সিংদরোজায় খাড়া করে দেবো, সঙ্গিন চড়িয়ে চৌকি দেবে। আর——আর——(পুনর্ব্বার হাস্য)

সতীশ। আবার কি?

মোহিনী। আর, একটা কুঁদো কাড়্‌বে, একটা গঙ্গা-জলের ভার বইবে, একটা ঘর ঝাঁট দেবে. আর পান সাজবে।

সতীশ। এইত হলো শত্রুমুখে ছাই দিয়ে পৌনে তিন গণ্ডা, তার মধ্যে কোন্‌টার কি কাজ?

মোহিনী। যেটাকে যা ইচ্ছে।

সতীশ। গাহাত টিপ্‌বে কোন্‌টা?

মোহিনী। (সতীশের দাড়ী ধরিয়া) এইটে।

সতীশ। ঘর ঝাঁট দেবে, পান সাজ্‌বে কোনটা?

মোহিনী। এইটে।

সতীশ। গঙ্গাজলের ভার বইবে, তবে কুঁদো কাড়্‌বে কোনটা?

মোহিনী। এইটে।

সতীশ। আচ্ছা এর মধ্যে পেয়ারের কোনটা?

মোহিনী। যেটা পেয়ার করে।

সতীশ। কোন্‌টা সে?

মোহিনী। রাজাধিরাজ শ্রীল শ্রীমান শ্রীযুক্ত বাবু সতীশ-চন্দ্র মুখোপাধ্যায় রায়বাহাদুর মহাশয় বরাবরেষু।

সতীশ। (উচ্চৈস্বরে হাস্য করিতে করিতে) আর শুনেছ?

মোহিনী। কি?

সতীশ। বিনোদের সঙ্গেই ঠিক।

মোহিনী। মরণ আর কি! (উচ্চ হাস্য)

সতীশ। হাঁসলে যে?

মোহিনী। তার চেয়ে সাতজন্ম আইবুড়ো থাকে সে ভাল।

সতীশ। আর যদি তাই হয়?

মোহিনী। বয়ে গেছে তার বিয়ে করবার জন্যে!

সতীশ। মেয়েয় কর্‌বে? না বাপে দেবে?

মোহিনী। তেমন বাপ নন্। অমন জামায়ের মাথায় সাত ঝ্যাটা মারেন।

সতীশ। গাল দিচ্চ?

মোহিনী। আহা হা! পরের বাছাকে কি গাল দিতে পারি?

সতীশ। ও তবে কি?

মোহিনী। জলপড়া দিচ্চি।

সতীশ। কোথায়?

মোহিনী। চোকে।

সতীশ। কেন?

মোহিনী। পরের ভাল মেয়েটী দেখে, আর নজর দিতে না পারে।

সতীশ। কিন্তু জলপড়ায় যে আর মানেনা।

মোহিনী। মান্‌বে—এবার রোজা বড় শক্ত।

সতীশ। কে?

মোহিনী। মোহিনী।

সতীশ। সত্যি নাকি?

মোহিনী। তা নইলে তোমায় বশ কর্‌তে পারি?

সতীশ। (হাঁসিয়া) আমি কি তোমার বশ?

মোহিনী। বশ কেন—আজ্ঞাকারী।

সতীশ। তবে ত মুরোদ ভারি।

মোহিনী। আর খাটেনা জারি জুরি।

সতীশ। এই ত জীর্ণতরী?

মোহিনী। আনাড়ী তায় কাণ্ডারী।

সতীশ। আকাশে বাওর ভারি।

মোহিনী। ডুবলো শ্যামের প্রেমের প্যারী।

সতীশ। আর যত সব গোপের নারী?

মোহিনী। কালার প্রেমে রাতভিখারী।

সতীশ। আচ্ছা তুমি যে আমায় আনাড়ী বল্লে?

মোহিনী। আনাড়ী নয়ত কি সানাড়ী?

সতীশ। কিসে নয়?

মোহিনী। শুনবে?

নলিনী প্রেমের তরী, ডুব্‌বে ক্যান? ডুব্‌বে ক্যান?
বিনোদ-দহে, বিনোদ-দহে, থাক্‌লে মাঝীর নাড়ীজ্ঞান?

সে যে—প্রেমপারাবার, অকুলপাথার, প্রেমসাগরে যায়।
প্রেমের জলে, প্রেমের কুলে, প্রেমবাতাসে বায়।
তাতে—প্রেমের দাঁড়ী, প্রেমের মাঝী, ওড়ে প্রেমের পাল।
বায় প্রেমের ঘাটে, প্রেমের বঁটে, প্রেমবাঁধান হাল।
সে যে—প্রেমের হাঁসি, প্রেমের খুসী, প্রেমমাখান কাঁদ।
পেতে প্রেমের কলে, প্রেমের ছলে, ধরে প্রেমের চাঁদ।

কেমন আর কাণ্ডারী হতে চাইবে?

সতীশ। (গলবস্ত্র হইয়া যোড়হস্তে) আমার ঘাট হয়েছে।

মোহিনী। প্রেমের ঘাট্?

সতীশ। আর কেন? আমি ত কাণ্ডারী হতে চাইনি।

মোহিনী। কে তবে?

সতীশ। বিনোদ।

মোহিনী। সে ত গেল গায়েপড়া। পায়েধরা কে?

সতীশ। জিতেন্

মোহিনী। পারবে?

সতীশ। পারবে।

মোহিনী। বাইতে জানে?

সতীশ। জানে।

মোহিনী। খুব মজপুত?

সতীশ। খুব মজপুত।

মোহিনী। গাঙে কিন্তু বড় তুফান।

সতীশ। তাতেও পারবে।

মোহিনী। কুল ভাঙ্‌চে।

সতীশ। তাতেও পারবে।

মোহিনী। হাঙর কুমীরের কিন্তু বড় ভয়।

সতীশ। তাতেও পারবে।

মোহিনী। ধারে কিন্তু গাছ পালা নেই। জোরবাতাসে আওলাতের ভরসারহিত।

সতীশ। তাতেও পারবে।

মোহিনী। আচ্ছা, তবে বলো, যে তাকেই বাহাল করা গেল। মাসে মাসে তেল কাট আর চোদ্দ সিকে তলব দেওয়া যাবে।

সতীশ। নলিনীর ভাব গতিক কি বুঝ্‌লে?

মোহিনী। হাত ধোবো কোথা।

সতীশ। বিনোদের প্রতি, কন্যাকর্ত্তার?

মোহিনী। ধর টিকী, মার জুতো।

সতীশ। একটী কথা বল্‌বো?

মোহিনী। হুকুম চাই?

সতীশ। নতটী খুলে ফ্যাল।

মোহিনী। ভাতার ধরবো কি দিয়ে?

সতীশ। নয়নবাণে।

মোহিনী। এ ফোঁড়ে ও ফোঁড় হবে যে?

সতীশ। রয়ে বসে হান্‌বে।

মোহিনী। ধরা পড়বে কেন?

সতীশ। ঝোপ বুঝে কোপ মারবে।

মোহিনী। তাতে ফল?

সতীশ। আপনি ধরা দেবে।

মোহিনী। তবে তোমায় হানি ?

সতীশ। আর কি জায়গা আছে ?

মোহিনী। বুকেপিঠে ?

সতীশ। সহস্রধারা হয়েছে।

মোহিনী। তবে বস, দুটো একটা বারফট্‌কার চেষ্টা দেখে আসি।

[প্রস্থান]

(নেপথ্যে)

সতীশ ! সতীশ !

সতীশ। আমিও তবে যাই, জিতেন্‌ ডাক্‌চে।

[প্রস্থান]

পটপরিবর্ত্তন।

সতীশের বৈঠকখানা।

জিতেন্দ্র চেয়ারে আসীন।

জিতেন্দ্র। (মুদ্রিতনয়নে)

কোথা বা পূর্ণিমাশশী ? কোথা তারাকুল ?
কোথা সৌদামিনী থাকে সে রূপের কাছে ?
সকলি খদ্যোতসম নলিনীসকাশে—
অশনিসমীপে গৃহপ্রদীপ যেমতি।
না জানি কোন বিধাতা—কিবা উপহারে
এঁকেছে নলিনীধনে মানস-ফলকে—

মনো-নয়নেতে হেরি—মনের তুলীতে।
নতুবা কি হেন রূপ, হাতে গড়িবারে
পারে কেহ এজগতে? দেখে কি মানবে?
রূপের সৌরভ যার ছুটে চারি দিকে
মাতায়েছে সুরাসুর-যক্ষ-রক্ষ-নরে?
যোগি-কুল-মনোফুল বিদিত জগতে
অতীব নীরস বলি। হেরিলে নলিনী
সে ফুলেও হয় দেখি, রসের সঞ্চার।
পাষানে গঠিত যার মানস-ফলক,
এহেন পরশুরাম, ভ্রমে যদি হেরে,
মুহুর্ত্ত-মাত্রের তরে—নয়নের কোণে—
মধুর-মাধুরী-মাখা নলিনী-মুরতি,
আঁখি পালটীতে আর নাহি পারে কভু।
তখনি পাষাণ-হৃদে নলিনীর ছবি-
কেটে কেটে বসে-ফুলে কীটাণু যেমতি।
নতুবা জিতেন্দ্র-মন অটল অচল,
ডোবে কি সে রূপ-হ্রদে সফরীসদৃশ?
মানসে নলিনী-রূপ, নয়নে নলিনী,
নলিনা-মুরতি জাগে প্রতি-লোম-কূপে।
গগনে যদ্যপি চাই নিস্তব্ধনিশীথে
প্রতিনক্ষত্রেতে দেখি নলিনীমুরতি।
শশী যেন বুকে করে নলিনীর ছবি

দেখে তারে প্রাণভরে—প্রেমের পুলকে—
বিজন গগনে লয়ে—সশঙ্কিত চিতে।
পাছে কেহ কাড়ি লয়, এই ভয় মনে।
পুস্তক পত্রিকা কিছু অধ্যয়ন-আশে—
খুলি যবে গৃহমাঝে, বিমোহিত-চিতে
মধুর নলিনীনাম প্রতিপাতে দেখি।
প্রতিপংক্তি, প্রতিচ্ছত্রে, প্রতি অক্ষরেতে
নলিনীমধুররূপ যেন মাখামাখী।
মুদি যবে নিদ্রাবশে নয়ন-যুগলে,
মোহিনী-নলিনী আসি দাঁড়ায় শিয়রে।
ধমনী কৈশিকা শিরা, কি সূক্ষ্ম কি স্থূল
জিতেন্দ্রদেহের মাঝে যেথা যত আছে
নলিনী-প্রণয়-স্রোত বহে অনুক্ষণ
তা সবার মাঝে, অতি খরতর বেগে

(দীর্ঘ নিশ্বাস)

সতীশের প্রবেশ।

সতীশ। জিতেন! কতক্ষণ এসেছ?

জিতেন্দ্র। (না শুনিয়া)

যে দিকে ফিরাই আঁখি, পাই দেখিবারে
নলিনীর অপরূপ রূপের মাধুরী।

(পুনর্ব্বার দীর্ঘ-নিশ্বাস)

সতীশ। ও কি? বসে বসে কি বক্‌ছ?

জিতেন্দ্র। (না শুনিয়া)

কেনরে অবোধ মন! আগে না বুঝিয়া—
মজিলি তাহার প্রেমে দুর্ল্লভ যে জন?
বল কি হইবে আর করিলে রোদন—
অকূল সাগর-কূলে এবে দাঁড়াইয়া?

(রোদন)

সতীশ। (জিতেন্দ্রের হস্ত ধরিয়া) একি! একেবারে ক্ষেপ্‌লে নাকি?

জিতেন্দ্র। (সরোদনে) একটু বাঁকী আছে।

সতীশ। কি বাঁকী?

জিতেন্দ্র। মাথায় কাপড় বেঁধে, পথে পথে ছুটে বেড়ান।

সতীশ। এস, আমিও তোমার সঙ্গী হলাম।

উভয়ের প্রস্থান।

পটক্ষেপণ।

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

———o———

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ভবশঙ্করের খিড়কীর পুষ্করিণী।

মধ্যস্থলে সংজ্ঞাশূন্যা নলিনীকে এক হস্তের দ্বারা বক্ষে ধারণ করিয়া, হাবুডুবু খাইতে খাইতে, অপর হস্তের দ্বারা জিতেন্দ্রের সন্তরণ।

জিতেন্দ্র। নলিনি—নলিনি—অল্প—অল্প—অতি অল্প—তা হলেই ঘাট্। হৃদয়!—স্থির—কাতর—আর কেন? আর কেন?—আর কে—ন? (হস্তের অবশতা) ঐ দেখ!—ঐ দেখ!—অল্প—অতি অল্প—তা হলেই শেষ (বেগে অঙ্গসঞ্চালন) নলিনি—নলিনি—বাঁচবে?—বাঁচবে?—না? জিতেন—ফল—জীবনে? (হস্তের অবশতা) গ্যালো—গ্যালো—ঈশ্বর!—রক্ষা—রক্ষা—ররররক্ষা (মজ্জন এবং ক্ষণকাল পরে পুনর্ব্বার উঠিয়া) কৈ? কৈ? নলিনি? নলিনি কৈ?—হারিয়ে?—দেখি (মজ্জন এবং ক্ষণকালপরে পুনর্ব্বার উঠিয়া) কি হলো?—কি হলো?—কৈ? কৈ?—সব মিছে—জন্মের মত? (সন্তরণ দিতে দিতে চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ) এই যে—এই যে—নলিনী—আমার—ঈশ্বর! রক্ষা—রক্ষা! (পুনর্ব্বার সবলে সন্তরণ এবং ক্ষণকাল পরে পুনর্ব্বার হস্তের

অবশতা) উঃ—উঃ—যাই—যাই—আবার—আবার—হাত—ভারী—ভারী—ভারীরীরীরী (মজ্জন, এবং পুনর্ব্বার উঠিয়া) এই বার—এই বার—শেষ—মরি—বাঁচি (সবলে সন্তরণ এবং ঘাটে যাইয়া) মাটী—মাটী—ডাঙা—ডাঙা—ঘাট—বেঁচেছে মৃত্যুর—কবল—থেকে। নলিনি—নলিনি—কথা কও—কৈ উত্তর নাই? (দেখিয়া) তবে কি নেই? প্রাণে নেই? বেঁচে নেই? নলিনি—নলিনি—নলিনি আমার (পতন ও মূর্চ্ছা)

ভবশঙ্কর ও অহল্যার বেগে প্রবেশ।

ভব। একি! একি! মা! মা! নলিনী! জননী আমার! কে আমার এমন সর্ব্বনাশ কর্‌লে মা! বৃদ্ধাবস্থায় কে আমার বুকে এমন নিদারুণ শেল বিধ্‌লে মা? মা আমি কার মনে এমন ব্যথা দিয়েছি মা, যে আমার এমন সর্ব্বনাশ করলে? বাবা জিতেন্! তোমার মনেও কি এই ছিল বাবা! হায় শেষ দশায় কি আমার অদৃষ্টে এই ঘট্‌লো! হা পরমেশ্বর! কোথায় জিতেন্দ্র নলিনীর বিবাহ দিয়ে দুইজনকে কুসুমশয্যার শোয়াব, মা এই খিড়কীর ঘাটই কি তোমাদের সেই ফুলশয্যার পরিবর্ত্তে কালশয্যা হল বাবা! উঃ! বুক যে ফেটে গ্যাল! আর যে সহ্য হয়না (রোদন)

অহল্যা। মা! মা! নলিনী! মা! এ কি কল্লি মা! হায় আমার কি হলো! (রোদন)

ভব। (সরোদনে) অহল্যা! তুমি জিতেন্দ্রনলিনীকে কোলে করে বস, আমি দৌড়ে গিয়ে ডাক্তারকে ডেকে আনি।

[বেগে প্রস্থান।

অহল্যা। (উভয়কে ক্রোড়ে করিয়া সরোদনে) মা আমার ! মা নলেন্ ! একবার কথা কও মা, আমার তাপিত প্রাণ শীতল হোক। একবার চেয়ে দেখ মা! একবার মা বলে ডাক, আমি তোমাদের ঘরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শোয়াইগে। (নাকে হাত দিয়া) মাগো আমার কি হলো ! একেবারে যে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে। মা আজ যে আমার পুরী একেবারে অন্ধকার হলো মা ! হায় কে আমার অঞ্চলের নিধি হরণ করলে ! হায় ! আর কি নলিনী আমায় মা বলে ডাকবেন ? আর কি মা বলে আমার তাপিত প্রাণ শীতল করবেন ? (জিতেন্দ্রকে দেখিয়া) বাবা আমার ! তুমি যে পরের ছেলে বাবা ! হায় তোমার মার যে আর নেই বাবা ! আহা-হা সে অভাগী জিজ্ঞেসা কল্লে, আমি তাকে কি বলে উত্তর দেবো বাবা ! হায় হায় সে হয়তো এখনও এ সর্ব্বনাশের কিছুই জান্তে পারেনি ! (উচ্চৈঃস্বরে) হা গান্ধারি ! দেখে যা আজ তোর কি সর্ব্বনাশ হয়েছে ! তোর সেই বত্রিশ-নাড়ী-ছেঁড়া জিতেন্দ্রধন আজ এই পুকুরের পাঁকে পড়ে গড়াগড়ী যাচ্চেন। আহাহা জিতেন্দ্র ! বাবা আমার ! তুমি কেন এ হতভাগী দুঃখিনীদের জন্যে প্রাণ দিতে এসেছিলে বাবা ! (রোদন)

জিতেন্দ্র। (মূর্চ্ছাবস্থায়) নলিনি ! নলিনি ! নলিনি ! অল্প—অতি অল্প—তা হলেই ঘাট্।

অহল্যা। আহা ! বাবা আমার ! সর্ব্বস্বধন আমার ! কথা কয়েছ বাবা ! এস বাবা, আমার বুকজুড়োনো ধন বুকে এস ?

জিতেন্দ্র। হৃদয়—স্থির—কাতর—নলিনী—নলিনী—না—না—

অহল্যা। কি বল্‌চ বাবা! তোমার যাকে ডেকে দেব?

জিতেন্দ্র। বেঁচেছে—বেঁচেছে—মৃত্যুর—কবল—থেকে—(তুষ্ণীভাব।)

অহল্যা। বল বাবা, কি বল্‌ছিলে!

জিতেন্দ্র। (দীর্ঘনিশ্বাস) মা!

অহল্যা। কেন বাবা?

জিতেন্দ্র। নলিনী আমার কোথায়?

অহল্যা। এই যে বাবা।

জিতেন্দ্র। (দেখিয়া) অঁ্যা? আপনি এখানে এসেছেন? আমি কি এতক্ষণ আপনার কোলে শুয়ে ছিলাম? (উপবেশন)

অহল্যা। তাতে দোষ কি বাবা? আমিও ত তোমার মা। তুমি যে ভাল হয়েছ এই আমার চন্দ্দ পুরুষের ভাগ্যি বাবা। তা নইলেআমি তোমার মার কাছে মুখ দেখাতে পারতামনা।

জিতেন্দ্র। মা! নলিনী কি বাঁচবে? (রোদন)

(ভবশঙ্কর এবং ডাক্তারের বেগে প্রবেশ।)

ডাক্তার। একি! জিতেন্দ্রবাবু যে কাদামাখা?

জিতেন্দ্র। (সরোদনে) মশায়!—মশায়!—আমার নলিনীকে বাঁচিয়ে দেন্‌।

ডাক্তার। ওকি? আপনি অত কাঁদ্‌চেন কেন? আমি এখনি বাঁচিয়ে দিচ্চি—।

জিতেন্দ্র। (সরোদনে) অঁ্যা? বাচ্‌বে? বাঁচ্‌বে?

ডাক্তার। কিছু ভয় নেই, এখনি বাঁচিয়ে দিচ্যি—। কতক্ষণ ডুবেছিলেন।

জিতেন্দ্র। প্রায় দুই তিন মিনিট হবে।

অহল্যা। বাবা! আমার নলেন্ কি আবার বাঁচবে?

ডাক্তার। এখনি বাঁচ্বেন। আপনি শিগ্‌গির করে খানিকটে গরম জল বোতলে পুরে নিয়ে আসুন, আর এক-খান কম্বল এনে, গাহাত পুঁছিয়ে দিয়ে, বেশ করে সমুদায় গা ঢাকা দিন্।

অহল্যা। আচ্ছা বাবা আনচি— (প্রস্থান)

ডাক্তার। জিতেন্দ্রবাবু! আপনি পায়ের দিক্‌টা চেপে ধরুন।

(কৃত্রিম নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার সম্পাদন।)

ভবশঙ্কর। আমিও ধর্‌ব?

ডাক্তার। না, আপনি এই কল্‌টা ঘুরুন্।

(নলিনীর হৃদয়ে তাড়িতস্রোত প্রদান।)

(গরম জলের বোতল ও কম্বল লইয়া অহল্যার প্রবেশ)

ডাক্তার। এনেছেন! কম্বলখানা গায়ে ঢাকা দিয়ে বোতল কটা পায়ের উপর বসিয়ে দেন।

(অহল্যার যথোক্তরূপকরণ)

ডাক্তার। দেখি—heartর action কি রকম চল্‌চে। (stethoscopeর দ্বারা দেখিয়া) Ha! out of danger! out of danger! জিতেন্দ্রবাবু! ভাল করে পা চেপে ধরুন্। আর কোন ভয় নেই।

জিতেন্দ্র। কৈ এখনত নিশ্বেস পড়্‌চেনা?

ডাক্তার। এখনি পড়্‌বে, আপনি অত ব্যস্ত হবেননা। Heartর action আরম্ভ হয়েচে, সুতরাং আর কোন ভয় নেই।

অহল্যা। বাবা! আমার কি ভাঙ্গা কপাল আবার যোড়া লাগ্‌বে বাবা?

ডাক্তার। মা! আপনি অত ব্যস্ত হবেননা। এখনি নলিনী উঠে আপনার কোল আলো করে বস্‌বেন।

ভবশঙ্কর। আহা বাবা তাই হোক্, তোমার মুখে ফুল চন্নন পড়ুক বাবা।

নলিনী। ম্—ম্—মা (গোঁঙানীশব্দ)

অহল্যা। কেন মা? (ক্রোড়ে করিয়া উপবেশন)

জিতেন্দ্র। Ah! she breathes!

নলিনী। মা! আমি এ কোথায়?

অহল্যা। এই যে মা আমার কোলে!

নলিনী। মা! আমার বড় শীত কচ্যে।

অহল্যা। এস মা, কোলে ওঠ। আমি তোমায় বাড়ীর ভেতর নিয়ে গিয়ে, গায়ে কাপড় দিয়ে দিইগে। (ক্রোড়ে করিয়া প্রস্থান এবং ভবশঙ্করের অনুসরণ)

জিতেন্দ্র। (ডাক্তারের প্রতি) মশায়! আমি কোন কালেও আপনার এ ধার শুধ্‌তে পারবনা।

ডাক্তার। খেপেচেন নাকি? ধার আবার কিসের?

জিতেন্দ্র। আপনি আমাকে জন্মের মত কিনে রাখলেন। আপনি আমার জীবন প্রদান কর্‌লেন! আপনি আমার সর্ব্বস্বধন নলিনীকে প্রাণদান করে আমার যে কি উপকার করেছেন, তা আর আমি একমুখে বল্‌তে পারিনে। পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নেই, যা আপনার এই পরিশ্রম, উপকার, এবং সৌজন্যতার উপযুক্ত পুরস্কার হতে পারে।

ডাক্তার। আমি পুরস্কারের প্রার্থী নহি। আমার দ্বারা যে আপনার মত মহৎ লোকের কিছু উপকার হয়েছে, সেই আমার পক্ষে যথেষ্ট বল্‌তে হবে।

(একটী ঘড়া, এক জোড়া শাল, এবং দশটী টাকা লইয়া ভবশঙ্করের পুনঃপ্রবেশ)।

ডাক্তার। এ আবার কি? এসব আপনি কেন এনেচেন?

ভবশঙ্কর। না বাবা, এগুলি নিতেই হবে। আমি গরিব ব্রাহ্মণ। আর কোথায় কি পাব বাবা?

ডাক্তার। আমাকে কিছুই দিতে হবেনা। আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন, তা হলেই আমার যথেষ্ট হবে।

ভবশঙ্কর। আশীর্ব্বাদ ত করচিই বাবা। কিন্তু তবু পুরস্কার স্বরূপ এই গুলি নিতেই হবে।

ডাক্তার। আজ্ঞে—পুরস্কারগ্রহণে অস্বীকার মার্জ্জনা কর্‌বেন। আমি তবে এক্ষণে আসি।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

ভবশঙ্কর। এস বাবা এস! চিরজীবী হয়ে থাক। তুমি আমার প্রাণদান করেছ।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নলিনীর শয়নগৃহ।

নলিনী পুস্তকহস্তে শয্যোপরি অৰ্দ্ধশয়ানা।

নলিনী। (সরোদনে) আমার যত কষ্ট এত কি তাঁর? আমার মত কি তাঁর ও প্রাণ কাঁদে? (চিন্তা) কাঁদে বৈ কি —তা নইলে আমার কাঁদবে কেন? এক হাতে কি তালী বাজে? (দীর্ঘনিশ্বাস) যা হোক মন! তুমি বড় অবিশ্বাসী! যে তোমার চিরসঙ্গিনী, তাকে পরিত্যাগ করে এক জন ক্ষণপরিচিতের ক্রীতদাস হতে চাও! ছি! তোমার প্রবৃত্তিকে ধিক্! (দীর্ঘনিশ্বাস) না না না মন! তুমি তাঁরই হও! হৃদয়! তুমি ও সেই মহাত্মার চরণে আশ্রয় গ্রহণ কর। (চিন্তা) কিন্তু প্রাণ! তুমি কার হবে? আমি কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তোমাকে তাঁর হস্তে সমর্পণ কল্লেম—এখন তিনি তোমায় গ্রহণ করেন ভালই, নইলে তুমি যেখানে ইচ্ছা যেতে পার। আমার আর তোমায় প্রয়োজন কি? দত্তধনে দাতার কোন অধিকার নাই। (ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে অবস্থিতি) তিনি আমাকে বাঁচিয়েছেন; পুকুরে ডুবে মরছিলাম—রক্ষা করেছেন। কিন্তু আর এক অগাধ সাগরে ভাসিয়েছেন। কি সে?—প্রেমপারাবার—অকুলপাথার— কুলকিনারা কিছুই নাই—কানায় কানায় জল—তুফানপোরা। তা এই কি তাঁর ধর্ম্ম? একবার বাঁচিয়ে আবার মারা? (চিন্তা) না তাঁরি বা দোষ কি? তিনি ত ভাসান্নি। আমি আপনিই

ঝাঁপ দিইছি। (চিন্তা) একবার ত বাঁচিয়েছেন, এবারেও কি বাঁচাবেন? বাচাবেন বৈ কি, তা নইলে সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপ দেবেন কেন? কিন্তু এবার কি বাঁচাতে পারবেন?—বিশ্বাস হয়না—পাপ বিনোদ প্রবল পাক। যদি তিনি ধর্‌তে ধর্‌তে আমায় গ্রাস করে ফ্যালে? (চিন্তা) তা হলে তাঁর নাম করে মর্‌বো। আর যদি নাগাল পাই, তবে তাঁকে বুকে করে ডুব্‌বো—আর উঠবো ও না—তাঁকেও ছাড়্‌বোনা। (চিন্তা) আচ্ছা তিনি যে সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপ দিয়েছেন, একথা কে বল্লে? মোহিনী। মোহিনীকে আমার অবিশ্বাস নেই—সে আমার বড় উপকারিণী—সে যা বলে সব সত্য। মোহিনা বল্লে, তিনি নলিনীর জন্যে পাগল! আহা! কি সুখের কথা! নলিনীর জন্যে জিতেন্দ্র পাগল? যা হোক, আমার কপাল ভাল। (চিন্তা) তাঁর এ ধার কিসে সুধবো?—হয়েছে—দেহ! তোমা-কেও তাঁকে সমর্পণ কল্লেম—কিন্তু বাবা যদি না দেন? (চিন্তা) না দেবেন বৈ কি! তিনি জিতেন্দ্রগতপ্রাণ—নলিনীকে পেয়ে যদি জিতেন্দ্র সুখী হন, তা সে সুখ কি বাবার অনভিমত? কখনই নয়—তিনি জিতেন্দ্রকে সর্ব্বস্ব দিতে পারেন। (চিন্তা) কিন্তু তা বলে কি আমার আগে থাকতে দেওয়া ভাল হচ্যে? (চিন্তা) মন! ধরা পড়েছ—এখন বলবে যে আগে দিয়ে এখন ভাবলে কি হবে (সরোদনে) যা হোক, না দেখলেই ভাল হত—কেন দেখলেম?—মন যে বুঝেনা—(সরোদনে)

• কেনবা যাইনু যমুনারি কুলে,
ঢেউ লাগাইনু গায়।

অলক্ষিতভাবে মোহিনীর প্রবেশ।

মোহিনী। শ্যামের পীরিতি রূপ জটেবুড়ী,
লাগাইল বেড়ী পায়।

নলিনী। কেনবা হেরিনু কদমের মূলে,
পীতধড়া নীলকায়?

মোহিনী। নলিনী সরল মানস পালে,
লাগ্‌লো প্রেমের বায়।

নলিনী। কেন না মানিনু গুরু অনুরোধ,
নিরখিয়ে শ্যামরায়।

মোহিনী। বাজায়ে বাঁশরী, চতুর শ্রীহরি,
মজাইল গোপীকায়।

নলিনী। কেন বা মাখিনু, নিজ হাতে করি
প্রেমের লেপন গায়?

মোহিনী। কেঁদনা কিশোরী, আসিবেন হরি,
তোমারি আটচালায়।

(যাত্রার সুরে) প্যারি, কৃষ্ণপ্রেমের কাঙ্গালিনি! পঙ্কজনয়নি! আর কেঁদোনা—স্থির হও—তোমার ভাবনা কি?—তোমার নবীন-নীরদ-শ্যাম—আলকাতরাভ্রক্ষিত-তনু—তাহে আবার অলকা-তিলকা-রাজি-সুশোভিত সিতকৃষ্ণকেলীকচিরদন্ত—গজাননবৎ অর্দ্ধমুদ্রিত আঁখি, মোহন বংশীধারী, চিত্র বিচিত্র

কৌপীনবাসে, দেহ আবরিত করে, তোমার এই নতুন আট-চালায় এসে, মনের সুখে বিরাজ কর্‌বেন। কমলিনি! চোক-কান বুজে দিন কতক কাল কাটিয়ে দেও, তা হলেই তোমার কালাচাঁদ এসে, তোমার হৃদ্‌কাননের আফুলো কদম গাছের আগডালে পা ছড়িয়ে বসে, রাধা রাধা রবে মুখ খিঁচিয়ে খিঁচিয়ে বংশীধ্বনি করবেন।

নলিনী। আমার কৃষ্ণ কি তোমায় দেখে মুখ খিঁচোন?

মোহিনী। তা নইলে পাড়ার মেয়েদের ঘাটে যাওয়ার পথ বন্ধ হবে কেন প্যারি?

নলিনী। আচ্ছা তুমি কেন কাঁদ পেতে তোমার সোনার পিঞ্জরে পুরে রাখোনা?

মোহিনী। আমার *পিঞ্জর ত খালি নেই প্যারি!* তাতে আমার নিজের শ্যামশুকটীকে পোষ মানিয়ে আবদ্ধ করে রেখেছি কমলিনি! সেই জন্যে, এবার তোমার সেটীকে দেখতে পেলে, তার গলায় তোমার প্রেমের শেকল বেঁধে এনে দিব, ইচ্ছে হলে তুমি তোমার বেওয়ারিস আভাঙ্গা খাঁচায় পুরে রেখো, অথবা পাড়ায় পাড়ায় নাচিয়ে নাচিয়ে পয়সা রোজগার করো প্যারি!

নলিনী। তুমি কেন দুটীকেই তোমার খাঁচায় পুরে রাখনা।

মোহিনী। প্যারি! আমার খাঁচাটী যে অষ্টেপৃষ্ঠে ভাঙ্গা, তাতে দুটীর জায়গা হবে কেন?

নলিনী। অষ্টে পৃষ্ঠে ভাঙ্গলো কি করে?

মোহিনী। আমার সেই মনচোরা শ্যাম শুকটী পালিয়ে

যাবার অভিপ্রায়ে চঞ্চুর দ্বারা দংশন করে করে, আমার অমন সোনার পিঞ্জরটির অষ্টে পৃষ্ঠে বড় বড় ফুটো করেছে, আমি সেই জন্যে তালপাতা দিয়ে সেই সব ফুটো কতক মতক বুজিয়ে রেখেছি কমলিনি !

নলিনী। (উচ্চৈঃস্বরে হাঁসিয়া) দূর পোড়ার মুখী ! লজ্জাও করেনা ?

মোহিনী। আমার লজ্জা করবে—না তোর ?

নলিনী। আমার কিসের লজ্জা ?

মোহিনী। আমারই বা কিসের ?

নলিনী। যা মুখ দিয়ে বেরুচ্চে তাই বলচিস্ !

মোহিনী। আমি কেবল কথায় বল্‌চি বৈত নয়, কিন্তু তোমার যে তাতেও সানেনা, একেবারে কাযে করে বসো।

নলিনী। কিসে ?

মোহিনী। পুরুষ মানুষের বুকে উঠে সাঁতার দেও।

নলিনী। আমি কি সাধ করে দিইচি ?

মোহিনী। অসাধেই বা কে কবে পুরুষের বুকে উঠে ?

নলিনী। আমার ত তখন জ্ঞান ছিলনা।

মোহিনী। থাক্‌বে কেন ? ভালবাসার পাত্রে গায়ে হাত দিলে কি জ্ঞান থাকে ?

নলিনী। আচ্ছা বৌ ! তিনি যখন আমায় বুকে করে সাঁতার দেন, তুই তখন দেখিছিলি ?

মোহিনী। আমি ঐ খবর পেয়েই, ছাতে উঠে তোদের রঙ্গ দেখতে লাগলাম।

নলিনী। কি দেখলি ?

মোহিনী। ভাসিয়ে হরি, প্রেমের তরী, ওজন যমুনায়

তাতে ধীরে ধীরে বায়।

আবার—ধীরে ধীরে, ফিরে ফিরে গোপীর পানে চায়।

তাহে—মারে ঝিঁকে, থেকে থেকে, মুহুর্মুহু নায়

তরী রাধার নামে বায়।

একে—প্রবল তুফান, জল কানেকান, দুকুল ভাঙ্গা তায়।

সে যে—সুখের তরী, রাই কিশোরী, চলে বঁটের ঘায়

তায় দুহাত তুলে বায়।

আবার—ধীরে ধীরে, ফিরে ফিরে, গোপীর পানে চায়।

মরি—চিকন কালা, বনমালা, গলেতে দোলায়

তরী রাধার নামে বায়।

আবার—হেঁসে হেঁসে, ঘেঁসে ঘেঁসে, গোপীর পানে যায়।

সে যে—প্রেমকাণ্ডারী, বংশীধারী, রাধার প্রেমের দায়

তরী রাধার নামে বায়।

লয়ে—প্রেমের ডালা, গোপের বালা, দোঁহার মন যোগায়।

নলিনী। (মোহিনীর দাড়ী ধরিয়া)।

ওলো—প্রেম সোহাগী, প্রেমের পুতুল, ভাতারধরা ফাঁদ

দাদার হৃদ-আকাশের চাঁদ।

আজ—ভাসবি জলে, খেলার ছলে, কসে কোমর বাঁধ।

মোহিনী। হয়ে—নবীন ছুঁড়ী, থুব্ড়ো বুড়ী,
হতে বুঝি সাধ?
তুই কসে কোমর বাঁধ।

ওলো—মনে মনে, সঙ্গোপনে, দাদাধরা ফাঁদ।

নলিনী। ক্ষমা দেন অধিকারী মশায়, বিচারে পরাভব স্বীকার কর্‌লাম

মোহিনী। শুধু পরাভব স্বীকার কল্লেই হবেনা, আরও কিছু চাই।

নলিনী। বল, তোমায় অদেয় আমার কিছুই নেই।

মোহিনী। তোমার খুঙ্গী পুঁথী প্রভৃতি যা কিছু আছে আমাকে দিতে হবে।

নলিনী। প্রস্তুত আছি।

মোহিনী। আরও কিছু চাই।

নলিনী। ভেঙ্গেই বল্‌তে আজ্ঞে হোক।

মোহিনী। তোমার সেই নবীননীরদশ্যাম পীতধড়া বিরাজিত শিখিপুচ্ছসুশোভিতশিরা মোহন বংশীধারীটীকে আমায় প্রদান কল্লে হবে প্যারি!

নলিনী। দূতি! ঐটী পার্‌বোনা।

মোহিনী। তা হবেনা রাই! দিতেই হবে। নতুবা তুমি তোমার পরাভব ফিরিয়ে ন্যাও, আমি আবার সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করি!

নলিনী। আচ্ছা, সেটী নিয়ে তোমার কি হবে?

মোহিনী। ঘানি গাছে জুড়ে দেবো।

নলিনী। দূর ছুঁড়ি! মুখের আঁট নেই?

মোহিনী। ওটা বয়েসের দোষ।

নলিনী। এদিকে ত ভাদ্রমাসের ভরা নদী।

মোহিনী। সেই জন্যেই ত উপ্‌ছে উঠ্‌ছে।

নলিনী। আর ওপছাতে দিওনা; আট ঘাট বন্ধ কর।

মোহিনী। এখন না, আগে তোমার তৃষ্ণা নিবারণ করি।

নলিনী। কিসের তৃষ্ণা?

মোহিনী। প্রেমের।

নলিনী। কিসে নিবারণ হবে?

মোহিনী। ভরানদীতে মুখ ডুব্‌ড়ে জল খেলে।

নলিনী। আর—জিতেন্দ্রের তৃষ্ণানিবারণ?

মোহিনী। নলিনীর ভরানদীতে।

নলিনী। কেন, তার বেলায় বুঝি ভয় হয়?

মোহিনী। ভয় আবার কিসের?

নলিনী। তবে পেচোও কেন?

মোহিনী। তার ভাই নবীন তৃষ্ণা, সুতরাং নবীন নদী না হলে ভাঙ্গ্‌বে কেন?

নলিনী। তোমারও ত প্রবীন নয়।

মোহিনী। তা বটে, কিন্তু যদি জল খেতে এসে ঘুলিয়ে ফেলে।

নলিনী। ফেল্লেই বা?

মোহিনী। তাহলে আমার ঘাটমহাজনের পেটের ব্যারাম হবে।

নলিনী। কেন?

মোহিনী। ঘোলাজল খেয়ে।

নলিনী। আচ্ছা বৌ! তোর কি বোধ হয়? জিতেন্দ্র কি আমায় ভালবাসে?

মোহিনী। তোর কি আর আঁচাতে ভর সয়না?

নলিনী। না, আমার এঁটোমুখেই ভাল। তুই এখন বল।

মোহিনী। তুই তার—

সোহাগের ধন, অমূলরতন, মাথার মণি তায়।
কত—আদর কোরে, প্রেমের ভরে, আড় নয়নে চায়।

নলিনী।

কুলেরি ললনা, নাজানি ছলনা,
কেমনে বলনা, তাহারে পাই।
না জানি চাতুরী, উহু মরি মরি,
কি করি, কি করি, কোথায় যাই।

মোহিনী। নবু! আগবাড়িয়ে আছিস্ নাকি?

নলিনী। কে বা কয়?

পটক্ষেপণ।

—০০০—

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

ভবশঙ্করের খিড়কীর বাগান।

বিনোদের প্রবেশ।

বিনোদ। (স্বগত) হালি বুঝি পানি পালামনা? কিন্তু তা বলে এখনি নির্ভরসা হওয়া হবেনা। চেষ্টায় কি না হয়? সহজে না রাজী হয়, হাতে পায়ে ধরে দেখ্‌বো। তাতে আর দোষ কি? রমণীর পায়ে কেনা ধরে থাকে? মানিনী প্রেয়সীর পায়ে ধরাই পুরুষদের কুলব্রত। আচ্ছা তাতেও যদি না সম্মত হয়? তা হলে কি হবে? (চিন্তা করিয়া) হয়েছে—তা হলে নায়েবের কথাই মঞ্জুর—সেই পরামর্শই সুপরামর্শ। আমি গাঁয়ের জমীদার—আমার ভাবনা কি? আমি যা মনে করি তাই কত্তে পারি, তা এত সামান্য কথা! একটা স্ত্রীলোককে বলপূর্ব্বক কেড়ে নেওয়া বৈত নয়? তা এতে আর আমার কে কি কর্‌বে? কত গ্রাম জ্বালিয়ে দিইছি—কত সুন্দরী স্ত্রীকে স্বামীর বক্ষঃস্থল থেকে কেড়ে নিইছি—কত প্রাণিহত্যা করিছি। তাতেই বড় কেউ কিছু কত্তে পেরেছে, তা এতে পারবে! আর পারবেই বা কে! ভবশঙ্কর ভটচার্য্যি! হা আমার কপাল! টাকা তবে কি কর্‌তে হয়েছে? এ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি তবে কি কর্‌তে হয়েছি? (চিন্তা) বামুনপণ্ডিত লোক, দশ টাকার জায়গায় কুড়ি টাকা দিলেই সন্তুষ্ট হয়ে মেয়ে ছেড়ে দেবে। আর না দেয়, তার বোঝাপড়া পরে হবে। (চিন্তা) ওকে

কি না জিতেনটাকে একটু ভয় হয়—কি জানি লেখা পড়াও শিখেছে আর আইনটাইনও জানে। (চিন্তা) না—কুছ পরোয়া নেই—যা ঘটে ঘটবে। নলিনীকে কিন্তু শম্মা সহজে ছাড়্‌চেন না! এই ত পাঁচীল টপ্‌কে খিড়কীর বাগানে এসেছি, এখন দেখি কি হয়। একবার এই দিকে এলে হয়, তা হলেই ছোঁ মেরে নিয়ে যাবো। তার পর কপাল আছে—লাঠিয়াল আছে—টাকা আছে—আর আমার সুচতুর অমাত্যবর নায়েব আছেন। অমন যোগাড়ে লোক আর দেখা যায় না। বল্যে অনেক যোগাড় হয়েছে। কি ফিরিবি বুদ্ধি।

(নেপথ্যে পদশব্দ)

—ঐ না কে আস্‌ছে? পায়ের শব্দ বোধ হল যে? এই বেলা লুকুই, তার পর সময় বুঝে কায কর্‌বো। (বৃক্ষের অন্তরালে অবস্থিতি)!

অন্যমনস্কভাবে জিতেন্দ্রের প্রবেশ।

জিতেন্দ্র। (স্বগত)

ঐকি! একি! কেন? কেন? মানসআকাশে
আবরিল কালমেঘ সহসা গরজি?
কেনবা চপলাদাম ঝলকে সঘনে—
সে কালমেঘের কোলে—ঝিকি মিকি করি?
কেনবা অশনিপাত তাহে মুহুর্মুহু?
বুঝিবা নিষ্ঠুর বিধি আবরিবে আজি—
জিতেন্দ্রমানসাকাশচারী পূর্ণশশী—

মোহিনী-নলিনীধনে সেই কালমেঘে—
পুনরায় এবে। নতুবা কি হেতু আজি
নাচিছে বামাঙ্গ মম থাকিয়া থাকিয়া ?
কাঁপিছে বাম নয়ন প্রতি ক্ষণে ক্ষণে ?
বাজিছে হৃদয়তন্ত্রী সঘনে চমকি—
অতীব করুণস্বরে উদ্দীপিয়া শোকে ?
সকলি ত অলক্ষণ হেরি চারি দিকে।
নাজানি কি ঘটে পুন জিতেন্দ্রললাটে
আজি—————————— (উপবেশন)

হৃদয়! অকারণে কেন এত অস্থির হচ্য? প্রাণ! কি জন্য এত কাতর হচ্য? বুঝেছি—নলিনীর—নলিনীর—তোমার জীবন-সর্ব্বস্ব নলিনীর বিপদাশঙ্কা? তা ত হতেই পারে। প্রিয়জনের অমঙ্গলচিন্তা অত্যন্ত ক্লেশকর বটে। কিন্তু নলিনীর ত বিপৎসূর্য্য অস্তমিত হয়েছে—আর ত কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই। তথাপি—(সরোদনে) নয়ন! তুমিই আমায় মজাবে!—তোমার এ অশ্রুবর্ষণের কি সীমা নাই? (ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে অবস্থিতির পর দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত) কৈ, তিনি ত এখনও এখানে এলেন না—তবে যাই, একবার বাড়ীর ভিতর গিয়ে তাঁকে দেখে সকল যন্ত্রনার অবসান করিগে (প্রস্থান)

(বিনোদের প্রবেশ।)

বিনোদ। আঃ! রাম বল! বাঁচলেম! ব্যাটা একেবারে দমিয়ে দিয়েছিল আরকি! (বিকৃতস্বরে) কোথায় ভাবছি

নলিনী, না এলেন জিতেন্দ্র। ব্যাটা যেন অকালের বাদল আর-কি!—— (নেপথ্যে মলের শব্দ)

(চমকাইয়া) ঐ না কে আসছে? মলের শব্দ বোধ হল, যে? (দেখিয়া) নলিনীই ত বটে! হৃদয়! স্থির হও, এইবার তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। এই ব্যালা লুকুই—তার পর সময় মত আবার বেরোবো।

(পুনর্ব্বার বৃক্ষান্তরালে অবস্থিতি)

(পত্রহস্তে নলিনীর প্রবেশ।)

নলিনী। উঃ! প্রণয়ের কি এত যাতনা? এ যাতনা কি আর কিছুতেই নিবারণ হয়না? সেই একমাত্র হৃদয়ের ধনই কি কেবল এ যন্ত্রনার অবসান কর্ত্তে সমর্থ? (দীর্ঘনিশ্বাস) উঃ! এত চেষ্টা কর্‌লাম কিছুই ত হলনা? আমি বৈ পড়্‌তে এত ভালবাসি—বৈ হাতে পেলে আমার সমুদয় কষ্টের অবসান হয়—কিন্তু কৈ আজ ত তা হলোনা? আজ ত বৈ আমার ভাল লাগলোনা? —সকলই যে বিষময় বোধ হচ্যে! শিল্প কর্ম্ম—যাতে মনোনিবেশ কল্যে আমার হৃদয়ে আনন্দ ধরেনা আজ সে সকলি বিফল্য (দীর্ঘনিশ্বাস) মন ত আর কিছুতেই স্থির হচ্যেনা। উঃ! এখন কি করি? ক্ষণকাল সেই রূপ ধ্যান করি, তাহলেও অনেক ক্লেশ নিবারণ হবে (মুদ্রিতনয়নে ধ্যান) কৈ? এতেও ত কিছু হলনা? তবে কি আর কিছু উপায় নাই? (চিন্তা) —হয়েছে—(হস্তস্থ লিপি দেখিয়া) লিপি! তুমি আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব জিতেন্দ্রের হস্তলিখিত। এস আজ

তোমাকে বক্ষে ধারণ করে তাপিত প্রাণ শীতল করি। (পত্র বক্ষে ধারণ) একি লিপি! তোমাকে বক্ষে ধারণ করে আমার হৃদয় এত জ্বলে উঠলো কেন? তোমাকে শাণিত খড়্গের ন্যায় বোধ হচ্যে কেন? তবে কি তুমি আমার জীবিতেশ্বরের হস্ত-লিখিত নও? (দেখিয়া) না তাই বা কেমন করে হবে? তাঁরই ত হাতের লেখা বোধ হচ্যে—আর কাকর লেখা কি এমন হতে পারে?—তবে খুলে দেখিনা কেন, তা হলেই ত সকল ভ্রম দূর হবে (পত্র উম্মোচন) না, এত তাঁরই হাতের লেখা—তবে পড়ি (অধ্যয়ন)

কুহকিনি!

আর তুই মায়াজাল বিস্তৃত করিয়া কি করিতে পারিবি? এক্ষণে জিতেন্দ্রশুকের চক্ষু ফুটিয়াছে—সে তোর সমুদায় প্রতা-রণা—সমুদায় চাতুরী অবগত হইয়া অন্যনীড়ে গমন করিবার চেষ্টায় আছে। আর তোর মধুমাখা বিষগর্ভ বচনে সে ভুলি-বার নহে। তোর মুখে অমৃত, কিন্তু হৃদয় কালকূটে পরিপূর্ণ। পাপিয়সি! তুই দ্বিচারিণী, তবে তুই কি সাহসে জিতেন্দ্রকে স্বর্ণশৃঙ্খলে বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছিলি? যাহা হউক এখন সে চেষ্টা হইতে বিরত হ। সে শিকল কাটিয়াছে—এক্ষণে আর তোর নহে—তাহাকে ভুলিয়া যা—সে দ্বিচারিণীর স্বর্ণশৃঙ্খল পায়ে পরিতে অত্যন্ত ঘৃণা বোধ করে।

পাপভীত জিতেন্দ্র

অ্যাঁ! একি? আমি যাঁর জন্যে কেঁদে পাগল, আমার সেই প্রাণনাথ আমাকে এই পত্র লিখেছেন? (রোদন) হা নাথ! হা প্রাণপতি! হা জীবিতেশ্বর! অভাগিনী

নলিনীর অদৃষ্টে কি এই ছিল? কে আমার এমন সর্ব্বনাশ করেছে? জীবিতেশ্বর! কে তোমার মনে এমন কুসংস্কারের বীজ রোপন করে দিয়েছে? নাথ! আমি কি দ্বিচারিণী? নাথ! একবার এসে তোমার প্রণয়াভিমানিনী নলিনীর হৃদয় দেখে যাও, তা হলেই বুঝতে পারবে নলিনী দ্বিচারিণী কিনা। একবার এসে খড়্গাঘাতের দ্বারা নলিনীর হৃদয় দ্বিধাচ্ছেদ কর,—তা হলেই দেখতে পাবে যে নলিনীর হৃদয়ে শত শত সহস্র সহস্র তোমার নিজের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত রয়েছে কিনা। নাথ! আমাকে যত খণ্ডে বিভক্ত করনা কেন, প্রতিখণ্ডেই দেখতে পাবে, জিতেন্দ্রপ্রেম বদ্ধমূল হয়ে মূল বিস্তারিত করেছে। নাথ! জীবিত নাথের শত শত সহস্র সহস্র প্রতিমূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করে যদি দ্বিচারিণী হয়, তবে আমিও দ্বিচারিণী। নাথ! আমি ত নিজে কুহকিনী নয়—বস্তুতঃ তোমারই প্রণয়কুহকে মুগ্ধ—তোমারই কুহকজালে আবদ্ধ। প্রাণনাথ! এরূপ বাক্যবাণ অপেক্ষা নলিনীকে কেন শতখণ্ডে বিভক্ত করে, কুক্কুর শৃগালকে ভক্ষণ করালেনা? নাথ! এ যন্ত্রণা অপেক্ষা সে মৃত্যুও যে আমার পক্ষে সহস্রগুণে ভাল ছিল। নাথ! তোমাকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে তোমার হাতে মৃত্যু যে নলিনীর পক্ষে স্বর্গারোহণতুল্য। (উচ্চৈঃস্বরে) উঃ! কি করি! কোথায় যাই! প্রাণ যে ফেটে গেল! ঈশ্বর! আর কেন? নলিনীর মাথায় বজ্রাঘাত কর। জিতেন্দ্রের নিকট অবিশ্বাসিনী হয়ে আর জীবনে প্রয়োজন কি? নাথ! একবার এস—এসে নলিনীকে স্বহস্তে বধ কর—ভয় নাই, এ প্রাণ তোমারই—তুমিই দিয়েছিলে, আবার তুমিই ন্যাও। এস—এস—শিগ্গির এস—(পতন ও মূর্চ্ছা।)

(বিনোদের প্রবেশ)।

বিনোদ। (সহাস্যে) কি মজাই হয়েছে! কি চিঠীই লিখেছিলাম—যা এঁচেছিলাম, তাই—এখন এককোণে দুটো হবে! এই খবর পেলেই জিতেন ব্যাটা মরবে, তা হলেই নলিনী আর যায় কোথা? তখন কাজেকাজেই আমাকে বিয়ে কত্তো হবে। (সহাস্যে) বেস হয়েছে—অজ্ঞান হয়ে পড়েচে, আমিও এই ব্যালা নিয়ে পালাই (নিকটে গমন) আহা! কি চেহারা! একবার চুম্বন করি (চুম্বন) কৈ! নলেন্ তো রাগ কল্যেন না! তবে বোধ হয় মনে মনে আমাকেই বিয়ে কত্যে ইচ্ছে আছে—কেবল লজ্জায় বলছেন্না—আর নাই বা হবে কেন? এত বড় জমীদারকে কেনা বিয়ে কত্যে ইচ্ছে করে? (হাত ধরিয়া) প্রিয়ে আমি তোমায় পাটরাণী করবো—তবে এই বেলা নিয়ে পালাই—আবার কে এসে পড়্‌বে। (ক্রোড়ে উত্তোলনের চেষ্টা)

নলিনী। (দীর্ঘনিশ্বাস) হা নাথ!

বিনোদ। এই যে আমি।

নলিনী। (দেখিয়া) অ্যাঁ! কে তুমি?

বিনোদ। আমি তোমার দাস।

নলিনী। (সভয়ে) অ্যাঁ! তুমি না বিনোদ? তুমি কেন এখানে?

বিনোদ। আমি তোমায় বিয়ে কর্‌বো।

নলিনী। (দ্রুতগতি উঠিয়া পশ্চাতে সরিতে সরিতে) তুমি আমায় ছুঁয়োনা—ছুঁয়োনা—আমি পরস্ত্রী—পরস্ত্রী।

বিনোদ। (ব্যগ্রভাবে) না—না—না—না—তুমি আমা-

রই, তুমি ত আজও বিয়ে করনি। (হস্তপ্রসারণ)

নলিনী। না—না—না—না—আমায় ছুঁয়োনা—ছুঁয়োনা—আমি জিতেন্দ্রের স্ত্রী।

বিনোদ। না—না—এখন ত বিয়ে হয়নি।

নলিনী। আমি মনে মনে তাঁকে বরণ করেছি।

বিনোদ। তা হবেনা—আমায় বিয়ে কত্তেই হবে—আমি তোমার পায়ে পড়ি (পদধারণের চেষ্টা)

নলিনী। (পশ্চাতে সরিয়া গিয়া) না—না—না—ছুঁয়োনা—ছুঁয়োনা—

(বেগে জিতেন্দ্রের প্রবেশ।)

জিতেন্দ্র। অ্যাঁ! একি? (বিনোদের প্রতি) তুমি কেন এখানে?

বিনোদ। আ—আ—মি—মি (বেগে পলায়ন)

জিতেন্দ্র। উঃ! কি আশ্চর্য্য! আমার জীবনধন নলিনীর উপর বলপ্রয়োগ? উঃ! কি পাষণ্ড! অ্যাঁ! এই জন্যই আমার মন এত অস্থির হয়েছিল বটে? (নলিনীর প্রতি) একি! তুমি অত কাঁপছ কেন? ভয় কি? আর ত তোমায় কেউ স্পর্শ কত্তে পারবেনা।

নলিনী। (রোদন, ভয় ও কম্পের সহিত) এ কি তোমার পত্র?

জিতেন্দ্র। (সবিস্ময়ে) আমার পত্র! দেখি (পত্রগ্রহণ ও পাঠ) কি সর্ব্বনাশ! আমি এ পত্র লিখতে যাব কেন?

প্রিয়ে স্থির হও, এ আমার পত্র নয়—বোধ হয় ঐ পাপাত্মারই এ কাজ।

নলিনী। আমি—ভে—ভে—বে—বে—(পতন ও মূর্চ্ছা।)

জিতেন্দ্র। (ব্যগ্রভাবে) এ আবার কি সর্ব্বনাশ হল? এই বেলা বাড়ী নিয়ে যাই (ক্রোড়ে করিয়া প্রস্থান)।

পটক্ষেপণ।

—•••—

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বিনোদের বৈঠকখানা।

বিনোদ ও ইয়ারগণের মদ্যপান।

কেতুবিবীর নৃত্য।

কেতু বিবি। পিলু বারোঁয়া—কাওয়ালী।

বিনে সৈঁইয়া মোরারে জীওনা শরভেল
জীওনা শরভেল, পরাণো শরভেল।
ঘরমে ননদীয়া, ঘাবড়ানা লাগি,
শাস শ্বশুরা মেরা ছাড়ন না দেল।
শ্যামের পীরিতি কৈনু, কুলকলঙ্কিনী হৈনু
এতেক সরমা তভী, যাতন না গেল।

১ম ইয়ার। (কেতুর দাড়ী ধরিয়া)।

Hail! beauteous Muse! in thy adamantine chain
This poor antelope is fastened for ever!
Oh! loosen not, loosen not, willing I say,
For then this poor thing will die away.

কেতু। (হাঁসিয়া) এ কি কর্‌ছে বাবু?

সকলে। (উচ্চৈঃস্বরে) হিপ্! হিপ! হুরে!

বিনোদ। (গ্লাসে মদ্য ঢালিয়া কেতুর মুখের কাছে লইয়া) Taste it! Taste it! my everbeloved!

কেতু। না বাবু।

সকলে। বিবীসাহেব! বাবু এতটা অনুরোধ কচ্চ্যেন মেহেরবাণী করে পেসাদী করে দেও।

কেতু। (কিঞ্চিৎ পান করিয়া) আমি আর পার্‌বে না বাবু!

১ম ইয়ার। No my dear! that won't do, take whole of it.

সকলে। "Drink deep or touch not the Pyerian spring."

বিনোদ। এটী Reverend পোপের sermon। অবহেলা কত্তে নেই বাপ! চককাণ বুজে ঢক করে গিলে ফেল।

১ম ইয়ার। দূর! পোপ কি Reverend?

২য় ইয়ার। বাবা! তা না হলে কি এমন পাকা কথা মুখ দিয়ে বেরোয়?

কেতু। আমাকে মাপ করে বাবু!

সকলে। বাপ্‌রে! মাপ কি তোমায় কত্যে পারি? তুমি আমাদের আমাপা ধন।

কেতু। আচ্ছা, আমি কিন্তু আর খাবেনা বাবু! (সমুদায় পান)

১ম ইয়ার। Now your hand to mine, beloved!

(সেক হ্যাণ্ড করিয়া)

Now morn, in her rosy cheeks
Peeps at the corner of Eastern gate

Her gorgeous dress and sunny hue

Outshines the beams of brightest Moon.

সকলে। হিপ ! হিপ ! হুরে !

২য় ইয়ার। তবে আমিও একটু শক্তিস্তব করি। (হাঁটু পাতিয়া গলবস্ত্র হইয়া যোড়হস্তে)

"These are thy glorious works, parent of good'
Almighty ! Thine this Universal frame
Thus wond'rous fair ! Thyself how wond'rous then !
Unspeakable ! Who sits above these heavens
Altogether invisible to us—"

বিনোদ। ও ত হলোনা বাবা ! আমি বলি শোন—

Who sits in this our gracious parlour
And favors us, by dancing, by singing, by drinking
And what I know not, like the kindest mother
When she kisses with affection, the infant on her—
breast.

(কেতুর পদতলে আড় হইয়া পতন)

সকলে। হিপ ! হিপ ! হুরে !

২য় ইয়ার। বাবা বিনোদ ! তুমিই যথার্থ শক্তি চিনেছিলে।

বিনোদ। কেন ? আমি একলা কেন বাবা ? আমার সাত পুরুষ এই ব্রতের ব্রতী !

১ম ইয়ার। সকলেই কি এই মন্ত্রে দীক্ষিত ?

বিনোদ। সকলেই।

২য় ইয়ার। সকলেই শক্তির উপাসক ?

বিনোদ। সকলেই।

১ম ইয়ার। তবে বাবা তোমার [illegible]!

বিনোদ। তুমি কপুরুষে বাবা?

১ম ইয়ার। তিনপুরুষে।

বিনোদ। (দ্বিতীয়ের প্রতি) তুমি কপুরুষে?

২য়। দুপুরুষে।

বিনোদ। (তৃতীয়ের প্রতি) আর তুমি?

৩য়। স্বকৃতভঙ্গ।

বিনোদ। (চতুর্থের প্রতি) তুমি?

৪র্থ। আমি বাবা কর্ত্তাভজা।

বিনোদ। (উচ্চৈঃস্বরে) ডরোয়ান! ডরোয়ান!

নেপথ্যে। খোদাবন্দ!

(দ্বারবানের প্রবেশ)

বিনোদ। ইস্কো নিকাল্ দেও।

৪র্থ। গোলামের প্রতি ওয়ারেণ্ট জারি কেন বাবা?

বিনোদ। চোপরও! কর্ত্তাভজাকো মেইয়া নেই দেঙ্গা।

১ম। কেন বাবা! বোন ত দিতে আছে।

বিনোদ। আচ্ছা, তব্ রয়নে দেও।

দ্বার। যো হুকুম খোদাবন্দ! (প্রস্থান)

ক্ষেতু। হামি যায় বাবু!

বিনোদ। অমন কথা কি বলতে আছে সোনার চাঁদ? বস, গলায় পা দিওনা।

ক্ষেতু। হামি আর কি করবে বাবু?

বিনোদ। একটী বাঙ্গালা গান গাও।

কেতু। আর না বাবু! হামার দোসরা মজ্‌কো আছে—

সকলে। না বাবা! একটা গাইতেই হবে।

কেতু। আচ্ছা বাবু তব্‌ শুনিয়ে।

সকলে। বল, বিজ্ঞিপত্র হাতে করেছি।

কেতু। ঝুম ঝিঁঝিট—আড়া।

এতযে মিনতি মোর না রাখিলে প্রাণধন।
সাধিনু চরণে ধরে তথাপি না গেল মান।
দিয়েছ রে যে যাতনা, এতে কি সাধ মেটেনা,
না হয় শেষে প্রাণ লয়ে কর মানের অবসান।

বিনোদ। Sweet বিবিসাহেব! Ever dear!
My charmer! do not put—
Do not put, a stop, Oh! here
To this harmonious melody.

সকলে। হিপ! হিপ! হুরে!

১ম ইয়ার। ওকি বাবা! গোল্‌ডস্মিথের বুক্‌নী দিচ্য কেন?

বিনোদ। গোল্‌ডস্মিথ আবার দেখ্‌লে কোথা?

১ম ইয়ার। ঐ যে
"Sweet Angelina! ev-dear
My charmer turn tc see"

তা তুমি না হয় Angelina বদলে বিবিসাহেব বসিয়েছ।

বিনোদ। (উচ্চৈঃস্বরে) তোমার ত লেখাপড়ায় খুব দখল দেখ্‌ছি?

১ম ইয়ার। দখলের কমি কি বাবা? পাঁজি খুলে দেখ।

বিনোদ। চের দেখিছি! অমন কত গোল্‌ডস্মিথকে পয়জা কত্তে পারি।

১ম। গোল্‌ডস্মিথকে না আয়রণস্মিথ্‌কে?

সকলে। হিপ! হিপ! হুরে!

বিনোদ। তোমরা কি আমায় মুখ্খু ঠাওরালে নাকি?

১ম। মুখ্খু কেন? তুমি গুণোমন্ত—চতুর্ভুজ।

বিনোদ। (উচ্চৈঃস্বরে) তুমি বাবা তবে দ্বিভুজ।

সকলে। হিপ! হিপ! হুরে!

বিনোদ। আর আমি অসভ্যনিবারিণী সভার ভাইস্‌ চ্যান্‌সেলার ছিলাম।

১ম ইয়ার। Vice-chancelor না Vice-creator? (হাস্য)

বিনোদ। এঃ একেবারে যে হেঁসে ভাসিয়ে দিলে দেখচি!

১ম ইয়ার। আচ্ছা তবে ডাঁড়িয়ে চ্যানসেলাই কর। তা হলেই পেটের নাড়ী পর্য্যন্ত উঠে পড়বে এখন।

সকলে। সে বেস কথা! সে বেস কথা!

বিনোদ। আচ্ছা কোন্‌ কোন্‌ পয়েণ্টে বল।

সকলে। বিবিসাহেব আর মদ।

বিনোদ। আচ্ছা তবে শোন (দাঁড়াইয়া) বন্ধুগণ! স্বর্গ একখানি যাঁতা মর্ত্ত একখানি যাঁতা বন্ধুগণ! তবে প্রভেদ এই বন্ধুগণ! যে দুখানি যাঁতার মাঝখানে যেমন একটী কাটি পোঁতা থাকে, অর্থাৎ যার চারপাশে যাঁতাখানি ঘুরিয়ে বেড়ায় মুহুর্মুহু। সেইরূপ আমাদের বরবর্ণিনীবিবিসাহেব স্বর্গযাঁতা ও মর্ত্ত যাঁতার মাঝখানের সেই কাটী বন্ধুগণ! আর

যাঁতার ভিতরে, অর্থাৎ সাধুভাষায় বল্‌তে গেলে যন্ত্রদ্বয়ের মধ্যস্থলে—যেমন কড়াই গুলি, অর্থাৎ যে গুলি ভাঙ্গিয়া ডাল প্রস্তুত হইবে। ইহাতেই বুঝিতে হইবে যে কড়ায়ের ডালই প্রস্তুত করা হইবে—হইবেই হইবে—নিশ্চয়ই হইবে—মুগের ডাল কিম্বা অড়োরের ডাল অথবা তৎশদৃস অন্য কোন ডাল, অর্থাৎ সাধু-ভাষায়, দ্বিদল—নহে। যেমন থাকে—যে রূপ অবস্থায় থাকে অর্থাৎ যন্ত্রদ্বয়ের মাঝখানে—আমরাও তেমনি স্বর্গমর্ত্ত যাঁতার মধ্যস্থলে দেদীপ্যমান বিরাজ করিতেছি—শ্রীশ্রীজগদীশ্বর সদৃশ। আর যেমন, যে কড়াইগুলি—কাটী হইতে অনেক দূরে থাকে, সে গুলি—সে গুলি—নিশ্চয়ই ভাঙ্গিয়া যায় বন্ধুগণ! অর্থাৎ যাঁতার ঘুরণকালে। কিন্তু হে ভদ্রমহাশয়গণ! যে সব কড়াই গুলি কাটীর অতি সন্নিকটের গর্ত্তের মধ্যে—অর্থাৎ কাটীর পদ-তলের নিকটে যে চক্রাকৃতি গর্ত্ত আছে—তারই মধ্যে থাকে, সে সব কড়াই গুলি কিছুতেই ভাঙ্গেনা বন্ধুগণ! যতই যাঁতা ঘুরুকনা কেন। তেমনি আমরাও সেই স্বর্গমর্ত্তযাঁতার কাটীর সদৃশ। পরোপকৃতয়ে ময়া, এই বরবর্ণিনী, কজ্জলময়নয়নী, খঞ্জনীগঞ্জিত-মলধ্বনি গণ্ডদেশে বিলাতিপাউডারমাখিনী, তদভাবে সময়ে সময়ে গুণ্ডিতখড়ীকা-প্রলেপিনী, আলতাঙ্কিতওোষ্ঠিনী এবং যৌবনমদমাদিনী, সুমধুরনাদিনী, সপ্তযন্ত্রবাদিনী, অশেষস্বর্ণরৌপ্য-গাদিনী ও ভিনী ভিনী চাঁদিনী এবং হাবিনী ভাবিনী লাবণ্যি-নীর পদতলগর্ত্তে পড়িয়া থাকিলে, বন্ধুগণ! কিছুতেই ভাঙ্গিব না বন্ধুগণ! অতএব এস আজ সকলে একমনে একজ্ঞানে একধ্যানে ইঁহার পদতলে আশ্রয়গ্রহণ করি—যেমন কড়াইগুলি যাঁতার কাটীর পদতলের গর্ত্তে।

সকলে। হিপ ! হিপ ! হুরে ! (উপুড় হইয়া কেতুবিবির পদধারণ)

বিনোদ। (শুইয়া শুইয়া) আর বন্ধুগণ ! একটু জোর করিয়া ধরিতে হইবে বন্ধুগণ ! কারণ আল্‌গা করিয়া ধরিলে পিছ্‌লাইয়া যাইয়া যাঁতার মধ্যস্থলে পড়িয়া ভাঙ্গা পড়িবার সম্ভাবনা বন্ধুগণ।

সকলে। হিপ্‌ ! হিপ্‌ ! হুরে ! [অত্যন্ত বলপূর্ব্বক ধারণ]

বিনোদ। আর বন্ধুগণ ! মদের বিষয়ে যা বল্লে বন্ধুগণ ! তাতে এই বল্লেই যথেষ্ট হবে যে মদই আমাদের স্বর্গারোহণের সিঁড়ী বন্ধুগণ ! অর্থাৎ কাটের সিঁড়ী নয়, বাঁশের সিঁড়ী নয়, মাটীর সিঁড়ী নয়, ইটের সিঁড়ী নয়, পাতরের সিঁড়ী—সে আবার গুড়খয়েরে গাঁথা। সেই নিমিত্ত বন্ধুগণ ! যে ব্যক্তি পাপরূপ পৃথিবী হতে মদরূপ সিঁড়ী দিয়ে এই কেতুবিবিরূপ স্বর্গযাঁতায় আরোহণ না করে বন্ধুগণ ! সে অতি পাষণ্ড, নরাধম। আর তাকে দ্বিপদ বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। হে সুহৃদকুলতিলক বন্ধুগণ ! এক্ষণে আমার এই মাত্র বক্তব্য যে এস্তো আমরা আজ এই বরবর্ণিনী কেতুবিবির সঙ্গে; আমার হবুপ্রেয়সী অর্থাৎ গজেন্দ্রবদনা, ইন্দীবরগমনা, মাসিকায় নোলকঝুলনা শ্রীশ্রীমতী মহারাণী নলিনীদাসীর—দাসীর—নানা দেবীর, হেল্‌থ পান করে—কেননা আমার কপালে রাজদণ্ডবিধায় শৈশবকালে মা বলেছিলেন, বিনু আমার সময়কালে অর্থাৎ সোমত্তবয়সে প্রচণ্ড রাজা হবেন--ইতি করি। ইতি তারিখ সন ১২৭৪ সাল পোষমাসের ৩রা ডিসেম্বর।

সকলে। ব্রেভো! ব্রেভো! হিপ্! হিপ্! হুরে! [করতালী]

বিনোদ। আমি আজ স্বহস্তে তোমাদের মদ বণ্টন কর্‌বো [মদের গ্লাস লইয়া কেতুকে প্রদান]

কেতু। হামি আর খাবেনা বাবু।

১ম ইয়ার। একি! অমৃতে অরুচি!

কেতু। হামি বহুত মদ ভালবাসেনা বাবু!

২য় ইয়ার। কেন? তোমার কি বষ্টমকুলে জর্ম্ম?

কেতু। তোমরা তবে কি বাবু?

সকলে। শক্তির উপাসক।

কেতু। না বাবু, হামি চল্লো, হামায় সকলে গালি দিচ্যে।

১ম। গাল কেন দেবে? কেবল—

কেতু। না বাবু চল্লো চল্লো [গমনোদ্যোগ]

সকলে। যেওনা যেওনা মাথা খাও [পদধারণ]

পটক্ষেপণ।

—•••—

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

ভুবনেশ্বরীর মন্দির।

প্রমদা করযোড়ে প্রতিমাসম্মুখে আসীনা, পার্শ্বে তার' দণ্ডায়মানা।

প্রমদা। [গলবস্ত্র হইয়া সরোদনে] হা জননী ভুবনেশ্বরি! হা করুণাময়ি! দাসীর প্রতি কি মুখ তুলে চাইবেন না মা? অভাগিনী প্রমদা আপনার কাছে কিসে

এত অপরাধিনী হয়েছে, যে আপনি তাকে এত ক্লেশ দিচ্চেন ? মা! এক জনের জন্যে যে আমার সোণার সংসার ছারখার হল। হায়! আমি রাজরাণী হয়ে হাটের হাঁড়িনী হলেম। মা! আমার সংসারে ত কিছুরই অভাব ছিলনা। সকলই ত আমার যথেষ্ট পরিমাণে আছে। কিন্তু এক জনের জন্যে যে সে সকলি অন্ধকার বোধ হচ্চে। [দীর্ঘনিশ্বাস] আহা! ছেলেবেলায় বাবা আমাকে রাজরাণী হও বলে আশীর্ব্বাদ কত্তেন [সরোদনে] তা পিতঃ! তোমার সে আশীর্ব্বাদ ফলবান হয়েছিল বটে, কিন্তু একজনের জন্যে সে সমুদয় আমার পক্ষে বিষতুল্য হয়েছে। আমি ছেলে বেলায় সেঁজুতীর ব্রত করে, তার মত সমুদায় ফলই পেয়েছিলাম—আমার সোনার সংসার—কৌশল্যার মত শাশুড়ী—দশরথের মত শ্বশুর—লক্ষ-ণের মত দেওর—সকলই হয়েছিল, কিন্তু একা রাম আমায় সে সমুদায়ে বঞ্চিত করে বনবাসিনী কল্যেন। আমি ছেলেবেলায় মাকে হারিয়েছিলাম বটে, কিন্তু ঠাকুরুণের স্নেহময় লালন পালনে সে সমুদায় শোক বিস্মৃত হয়েছিলাম। শ্বশুর আমার, বৌমা বলতে অজ্ঞান হতেন। কিন্তু এ অভাগিনীর কপালে দুঃখ আছে কে খণ্ডাতে পারে? সেই স্নেহময় শ্বশুর—সে বধু-প্রাণা শাশুড়ী—সকলেই অকালে এই হতভাগিনীকে পরিত্যাগ করে স্বর্গে চলে গিয়েছেন। এখন আর প্রমদার দুঃখে আহা বলে, এমন একজনও নেই। তবু আমার কপাল ভাল যে অমন গুণের দেওর পেয়েছিলাম। (সরোদনে) আহা ঠাকুরপো! এখন তুমিই দুঃখিনী প্রমদার একমাত্র জুড়াবার স্থান। আমি তোমাকে পেটের ছেলের মত বিবেচনা করি।

এখন তুমি ভিন্ন আর কে, দুঃখিনীর প্রতি মুখ তুলে চাইবে?

(রোদন)

তারা। মা ঠাকুরোণ্! কত্তি নেগেছেন কি? অমন করে চকির জল ফেল্লি, আপনি আর কদ্দিন বাঁচ্‌তি পার্‌বেন? একটু ছামাই করুন্।

প্রমদা। তারা! সকলি বুঝি—কিন্তু কি করে শান্ত হই বল্ দেখি!

তারা। তা বলি কি করবেন বল? অমন করে চকির জল ফেলালি যে অকল্যেণ হয়।

প্রমদা। তারা! আর আমার কল্যেণে কাজ কি?

তারা। অমন কতা কি বল্‌তি আছে খেপীর মেয়ে? বাবু বোঝলেন না, তাই এমন নক্ষীরি এতডা কেলেশ দিতি নেগে-চেন।

প্রমদা। তারা! তাঁকে কিছু বলিস্‌নে—ও আমারই কপালের দোষ। এখন শিগ্যির শিগ্যির মরণ হলেই বাঁচি!

তারা। অমন সর্ব্বনেশে কতা কি বল্‌তি আছে পাগ্‌লি! ছোটবাবুর ত মুকির দিকি তাকাতি হয়? তানার ত আর মা বাপ্ নেই। তুমিই তানার মা, তুমিই তানার বাপ, তিনি ত আর তোমা বই জান্‌লেন না!

প্রমদা। তারা! সে কথা সত্যি বটে। কিন্তু কি করি বল্ দেখি? আর ত এ যাতনা সহ্য হয়না!

(নেপথ্যে পদশব্দ)

(দেখিয়া) তারা! দেখ্‌ত কে?

তারা। (দেখিয়া) এ যে ভট্চাযিত্যার বিউড়ী দেখতি পাই। ঐ আবাগীর জন্যিই ত এত্তা কেলেশ।

প্রমদা। ও কি তারা! ওকে গাল্ দিচ্যিস্ কেন? ওর দোষ কি? আমারি কপালের দোষ। তা নইলে নলেনের মত মেয়ে কি আর আছে?

(মোহিনী নলিনী এবং অহল্যার প্রবেশ)

মোহিনী। (দেখিয়া) কি প্রমদা যে এখানে? ভাল আছ ত?

প্রমদা। দিদি! ও কথা আর কেন জিজ্ঞাসা কর? অভাগিনী প্রমদার কি আর ভাল মন্দ আছে, যে স্ত্রী স্বামী-রত্নে বঞ্চিত, তার আর ভালয় কাজকি বল দেখি? (রোদন)

মোহিনী। (চক্ষু মুছাইয়া) প্রমদা! আমায় ক্ষমা কর। তুমি মনে ব্যথা পাবে জান্লে আমি কখন এমন কথা জিজ্ঞেসা কত্তেম্ না।

প্রমদা। সে কি দিদি! তোমাকে ত আমি কিছুই বলিনি, বরং নিজের অদৃষ্টকেই ভৎসনা কচ্যি।

মোহিনী। কেন? কেন? নিজের অদৃষ্টকে ভৎসনা কেন? ভগিনি! তুমি ত এক রকম রাজরাণী বল্লিই হয়। তোমার সোনার সংসার, অমন গুণবান্ দ্যাওর, এত লোক জন, তোমার কিসের অপ্রতুল? টাকা কড়ী বল, সোনা দানা বল, দাস দাসী বল, তোমার ত কিছুরি অভাব নেই।

প্রমদা। দিদি! সে কথা সত্যি বটে। কিন্তু যার সুখে এই সকলে সুখ, তিনিই আমায় পায়ে ঠেলেছেন। দিদি!

এখন বল দেখি আমি এই সকল টাকাকড়ী দাসদাসী নিয়ে কি করবো?

অমাবস্যাতিথি পেয়ে—দ্বিগুণিতবলে—
গভীর তিমির যবে গ্রাসে যামিনীরে—
ব্যাদিয়া করাল মুখ। মলিন বসনে
ঝাঁপি সুচারুবদনে—কাঁদে নিশাসতী—
নিজ মনোদুখে অতি। চমকি সঘনে
বরষে হিমানীবিন্দু অশ্রুবিন্দুছলে।
কে পারে তুষিতে তাঁরে এহেন সময়ে—
কে পারে হাঁসাতে তাঁরে সোহাগের ভরে—
বিনা প্রিয় শশধর? কখনো সজনি!—
পুঞ্জ পুঞ্জ তারাকুলে হেরি চারিদিকে—
হাঁসে কি যামিনী সতী প্রেমমাখা হাঁসি
সোহাগেতে গ'লে গ'লে ঢ'লে ঢ'লে পড়ে?
সতীর ভূষণ স্বামী——হৃদয়ের নিধি——
ইহলোকে জুড়াবার একমাত্র স্থান।
তাপিত হৃদয়, যাঁর প্রেমতরুতলে
লভয়ে বিশ্রামসুখ জ্বলিয়া পুড়িয়া—
সংসার-তপন-তাপে। তাঁর অনাদরে-
বল দেখি বাঁচে কোন্ পতিপ্রাণা সতী?
কি ফল মণি-মুকুতা-রজত-কাঞ্চনে?
অতুল্ সম্পদ—ধন—প্রবাল রতনে

হৃদয়রতন বিনা ? কি ফল ভুবনে ?

প্রাণপতি বিনা বল কি ফল জীবনে ? (রোদন)

মোহিনী। (অঞ্চলের দ্বারা প্রমদার অশ্রুমার্জ্জন করিয়া) ভগিনি ! আর কেঁদে কি করবে বল ? তুমি চেষ্টা কর তা হলেই তোমার পতির চরিত্র সংশোধিত হবে। আহা ! এমন পতি-প্রাণা সরলা যার ঘরে, সে আবার অন্যকে বিবাহ কর্‌বার জন্যে লালায়িত! বিবাহ চুলোয় যাক্—এমন স্ত্রী থাক্‌তে কি অন্য স্ত্রীর নামও করা উচিত ? বিনোদ নিতান্ত পাগল তাই তোমার মত স্ত্রীরত্নকে অনাদর করে।

প্রমদা। দিদি ! আমি কি চেষ্টা করতে বাঁকী রেখেছি ? আমি তাঁর পায়ে পর্য্যন্ত ধরে কেঁদেছি। কিন্তু এততেও ত কিছু হলনা। ভাল হবার কথা বল্‌তে গেলেই তিনি বিরক্ত হন, আর বলেন যে তোমাকে আর লেকচার দিতে হবেনা। (মোহিনীর হস্ত ধরিয়া সরোদনে) তা দিদি ! তুমি যদি তোমার তাঁকে——(রোদন)

মোহিনী। [চক্ষু মুছাইয়া] তার জন্যে এত ভাবনা কেন ? আমি এখনি গিয়ে তাঁকে, বিনোদ্‌কে ভাল করে বুঝিয়ে বল্‌তে বল্‌বো এখন।

প্রমদা। দিদি ! তবে আমার মাথা খাও যেন ভুলোনা।

মোহিনী। সে কি ভগিনি ! আমার দ্বারা যদি তোমার কিছু উপকার হয়, ত সে কি আমার অনিচ্ছা ?

প্রমদা। দিদি ! আমি তা বলিনি। কপাল মন্দ হলে সকল বিষয়েই সন্দেহ হয়, তাই বল্‌চি——(রোদন)

মোহিনী। দিদি! আর চকের জল ফেলোনা! আমি এখনি এর যা হয় একটা উপায় করবো এখন।

অহল্যা। মা! তুমি রাজলক্ষ্মী। তোমার ভাবনা কি মা? চুপ্ কর—কেঁদোনা। আমি আশীর্ব্বাদ কর্‌চি তোমার সোয়ামীর সুমতি হবে।

প্রমদা। মা! আপনার আশীর্ব্বাদেই আমি হারানিধি ফিরে পাবো। আমি তবে এখন আসি। আবার সংসারের যে দিক্ না দেখ্‌বো সেই দিক্ একেবারে জ্বলেপুড়ে যাবে।

অহল্যা। এসো মা এসো। নলেন্! প্রমদাকে প্রণাম কর।

(নলিনীর প্রণাম)

প্রমদা। (নলিনীকে আলিঙ্গন করিয়া) দিদি! পতি-সোহাগী হও।

অহল্যা। আহা মা সেই আশীর্ব্বাদই কর।

প্রমদা। তবে আমি আসি মা!।

অহল্যা। এসো মা এসো।

(প্রমদা ও তারার প্রস্থান)

মোহিনী। তবে এসো আমরাও ভুবনেশ্বরীকে প্রণাম করে বাড়ী যাই।

অহল্যা। চল মা চল।

(সকলের প্রণাম ও প্রস্থান।)

(তৃষিতভাবে দেখিতে দেখিতে বিনোদের প্রবেশ।)

বিনোদ। (স্বগতঃ) এঃ! হাতছাড়া হলো দেখ্‌ছি!

যেখানে যায় সেইখানেই ঐ মোহিনী ছুঁড়ী সঙ্গে। আ! এমন্ আপদেও কি কখন মানুষে পড়ে? এ বেটী যেন কাকের পেছুতে ফিঙে লেগেছে। একদণ্ডের জন্যেও ত সঙ্গ ছাড়্তে চায়না! কি আশ্চর্য্যি! বেটীর কি আর কোন কাজ কর্ম্ম নেই? ভাল! না হয় একদণ্ডের জন্যে ছেড়ে দে যে যোগেযাগে কাজটা গুচিয়ে নিই। (চিন্তা) এখন করি কি? পথে ঘাটে একলা ঢুক্লো না পেলেও ত আর কিছুই হবার যো দেখ্ছিনে—অথচ ঐ মোহিনী বেটী থাক্তে একা পাওয়াও ভার। (চিন্তা) আচ্ছা আর কি কোন উপায় নেই? সকল চেষ্টাই ত দেখ্ছি মিছে হল। (দীর্ঘনিশ্বাস) আহা! অমন করে মিছি মিছি চিঠীখান লিখ্লাম্, তাতেও ত কিছু হলো-না। চিঠীখান পড়ে কিন্তু অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। (চিন্তা) আমারি বোকাম হয়েছে। ঠিক্ সেই সময়েই যদি নিয়ে পালাই তাহলেই ভাল হয়। উঃ! কি সুবিধেই গ্যাছে! যা হোক্ এখন গেরোর কর্ম্মই বল্তে হবে? (ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে অবস্থিতি) নলিনী দেখ্ছি জিতেন্কে সত্যিসত্যিই ভালবাসে। যাহোক্ তারি কপাল ভাল বল্তে হবে, যে অমন সুন্দরীর ভালবাসা হয়েছে। আহা রূপ ত নয় যেন ক্ষীর! (চিন্তা) আচ্ছা এখন করি কি? নলিনীকে না পেলে ত সব্ই মিছে। আহা! যদি আগে প্রমদাকে বিয়ে না কত্তাম তা হলেই ভাল হত। কেননা তাহলে নলিনীকে পাবার আর কোন বাধাই থাক্তনা। সেই ত আমার নলিনীকে পাবার পথে পাহাড় হয়ে বসে আছে। (চিন্তা) হয়েছে—প্রমদাকে তাড়িয়ে দিই—তাহলেই হবে। সেই কথাই ভাল। (চিন্তা) কিন্তু

প্রমদাও আমাকে যথার্থ ভালবাসে। (দীর্ঘনিশ্বাস) তা বল্লে কি হয় ?—নলিনীকে চাই—তাতে সব যায় সেও স্বীকার—তবে যাই তাই করিগে।

[প্রস্থান।

পটক্ষেপণ।

—•••—

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(বিনোদের শয়নগৃহ।)

বিনোদের প্রবেশ।

বিনোদ। আরে মলো! কাকেও যে দেখ্‌তে পাচ্যিনে! সব গেল কোথা? (উচ্চৈঃস্বরে) ও তারা! তারা! ও তারা! আরে মলো! কারুর উত্তর নেই যে! ব্যাপার খানা কি? সবগুলো কি মরেছে নাকি? ও তারা! তারা! ও তারা——হারামজাদি! গলা ফেটে গেল তবু সাড়া নেই! (সক্রোধে) রসো! আজ ঘরে আগুন দেবো তবে ছাড়বো। (সমুদায় দ্রব্যাদিক্ষেপণ) আরে মলো! এখনো এলনা! ও তারা! তারা –

(নেপথ্যে)

কেন গা বাবু?

বিনোদ। (বিকৃতস্বরে) এতক্ষণে কেন গা বাবু? রসো।

তারার প্রবেশ।

তারা। তামুক্ দিতি বল্‌চো নাকি গা?

বিনোদ। (বিকৃতস্বরে) তোমার মুণ্ডু দিতি বল্‌চি। এই দিকে আয় ত একবার দেখি (তারার প্রতি ধাবন)

তারা। (সভয়ে) অঁ্যা——তা মুই কি কর্‌বো?

বিনোদ। তা তুমি কি করবেনা ত—আমি কি করবো নাকি? তোর বাবুনী কোথা?

তারা। তাঁই কলিই ত হয়। অ্যাত ডাক্‌হাঁক্ নাই কল্লেন।

বিনোদ। আরে মলো! আবার জবাব? ডাঁড়াও তোমায় জবাব দেওয়াচ্যি! [তারার কেশাকর্ষণ ও পদাঘাত]

প্রমদার প্রবেশ।

প্রমদা। (তারাকে টানিয়া লইয়া) কেন? কেন? হয়েছে কি? বুড় মাগীকে যে একেবারে মেরে খুন কল্যে দেখচি।

বিনোদ। (উচ্চৈঃস্বরে) মারবেনা ত কি করবে? এতক্ষণ হচ্ছিল কি?

প্রমদা। হয়ে থাকে কি?

বিনোদ। পাড়ায় টল দেওয়া।

প্রমদা। ওমা! কবে আমি পাড়ায় টল দিইচি? (রোদন)

বিনোদ। রাখ—আর তোমার গোবিন্দ অধিকারীর মত নাকী সুর ভাঁজতে হবেনা। বলি—শুনছ?

(প্রমদার অধোবদনে রোদন)

বিনোদ। আ আমার ঝাঁঝরাচকি! একেবারে যে চোকের জলে গঙ্গার জন্ম দিয়ে ফেল্‌লে দেখ্‌ছি! বলি—যা বলি তা শুন্‌বে কি না?

প্রমদা। বল—কান্ পেতে আছি।

বিনোদ। আচ্ছা—পাড়ায় যদি টল্ না দেবে ত শতীশের সঙ্গে অত গলাগলী ভাব কেন?

প্রমদা। তিনি আমায় সহোদরার মত স্নেহ করেন।

বিনোদ। আর সমস্কৃতয় কাজ নেই। ভাষায় বল্তে আজ্ঞে হোক।

প্রমদা। তিনি আমায় ভগ্নীর মত ভালবাসেন।

বিনোদ। ভগ্নীর মোতন—না উঁপঁপত্নীর মোতন?

প্রমদা। নাথ! আমি তোমার স্ত্রী—তা আমাকে কি এই সব কথা বলা তোমার উচিত?

বিনোদ। তা তোমায় বলা উচিত নয় ত কি বড়দিদীকে বলা উচিত নাকি?

প্রমদা। সে তোমার ইচ্ছে—ইচ্ছে হয় তাঁকে বলো—না হয় বলোনা।

বিনোদ। বাঃ! এই যে আবার আঁচকতাঁও শিকেচ?

প্রমদা। কোন শালী আর তোমার সঙ্গে কথা কইবে।

বিনোদ। বয়েই গ্যালো! আমিও ত তাই চাই।

প্রমদা। নাথ! স্বামীর মুখে বড় কথা স্ত্রীলোকের হৃদয়ে বজ্রাঘাতের সমান।

বিনোদ। তবে ছোট করে বলি (অত্যন্ত মৃদুস্বরে) বলি কি কচ্যো গো বাবুঠাকুরুণ?

প্রমদা। তোমার পায়ে পড়ি, আর ব্যাখ্যানা করোনা আমার ঘাট হয়েছে। এই নাকেকানে খত দিচ্যি আর, কখন এমন কথা বল্বোনা।

বিনোদ। শুদ্ধু নাকেকানে দিলেই হবেনা। নাকে কানে চোকে মুকে সব জায়গায় দেয়া চাই।

প্রমদা। আচ্ছা তাও না হয় দিচ্চি। এখন—কি বল্‌ছিলে বল দেখি।

বিনোদ। বলছিলাম কি—বলি তুমি বাপের বাড়ী যাও। আমি তোমার খোরাকপোষাকের যা কিছু খরচ লাগবে সব দেবো। আর তা ছাড়া যখন যা দরকার হবে আমার কাছে চেয়ে পাঠালেই তখনি পাঠিয়ে দেবো।

প্রমদা। কেন নাথ! আমি তোমার কাছে কিসে এত অপ-রাধিনী হয়েছি, যে আমাকে সেই জনশূন্য প্রান্তরে একলা পাঠিয়ে দিতে চাচ্য?

বিনোদ। সে কথা এখন থাক্। আমি যা বল্‌চি তাই কর। তোমার টাকাকড়ীর কিছু অভাব হবেনা। যখন যা চাই তখনি তাই পাবে।

প্রমদা। নাথ! আমি কি অকিঞ্চিৎকর টাকাকড়ীর প্রয়াসী করি নাকি?

বিনোদ। তবে তুমি কি চাও?

প্রমদা। আমি তোমাকে চাই।

বিনোদ। ইস্! কেবল মুখখানি!

প্রমদা। নাথ! কবে তুমি আমার কেবল মুখখানি দেখেছ?

বিনোদ। কেন—রোজরোজি দেখি।

প্রমদা। নাথ! তুমি আমার হৃদয় চিরে দেখ, তা হলেই বুঝ্‌তে পারবে আমি কি চাই।

বিনোদ। আমি অত চেরা কেরা বুঝিনে। এখন তুমি কি চাও স্পষ্ট করে বল।

প্রমদা। আবার কি স্পষ্ট করে বলবো? আমি তোমাকে চাই। আমি সহস্রবার বল্‌চি তোমাকে চাই। আমাকে যে কেন জিজ্ঞাসা করুকনা—আমি তাকেই বল্‌বো তোমাকে চাই। আমি যত দিন বাঁচবো ততদিন বল্‌বো তোমাকে চাই। মৃত্যুকালেও আমি বল্‌বো তোমাকে চাই। আমি সুখের সাগরে ভাস্‌লেও বল্‌বো তোমাকে চাই—দুঃখের সাগরে ভাসলেও বল্‌বো তোমাকে চাই। আমি সুখের সাগরে ভাস্‌লেও তোমার হাত ধরে ভাস্‌বো—দুঃখের সাগরে ভাস্‌লেও তোমার হাত ধরে ভাস্‌বো। তোমাকে ছাড়া জগতে আর আমি কি চাইবো? নাথ! তুমি আমার জীবনযৌবনের কর্ত্তা—স্বামী। তুমি আমার হৃদয়রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর। আমি তোমাকে ছেড়ে অকিঞ্চিৎকর টাকা-কড়ী নিয়ে কি কর্‌বো? জীবিতেশ্বর! জগতে পতিই রমণীর গতি—পতিই সতীর জীবনসর্ব্বস্ব ধন। আমি আমার সেই জীবনসর্ব্বস্ব প্রাণপতির হাত ধরে যেখানে বল যেতে পারি—যা বল তাই করতে পারি। প্রাণপতির সঙ্গে অরণ্যবাসও আমার পক্ষে সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর। নাথ! মরুভূমি—যেখানে ভ্রান্ত পথিকেরা তৃষ্ণায় শুষ্কতালু হয়ে, জলভ্রমে মরীচিকার অনুসরণ করে করে শেষে বিঘোরে প্রাণ হারায়—যেখানে উত্তপ্ত বালুকারাশি করালকালমুখ বিস্তৃত করে পদে পদে গ্রাস করতে আস্‌ছে—যেখানে সিংহব্যাঘ্রপ্রভৃতি হিংস্র জন্তুরাই প্রতিবাসী বলে গণ্য—আমি প্রাণপতির হাত ধরে সেখানে

গিয়েও বাস কত্তে পারি। সে বাসও আমার পক্ষে সুখকর। কিন্তু তিনি ছাড়া ইন্দ্রত্বপদও আমার কাছে অতি ঘৃণ্যবস্তু। নাথ! আমি তোমার পায়ে ধরে [illegible]ছি তুমি আর আমাকে বাপের বাড়ী যেতে বলোনা। দেখ আমি যাতে মনে ব্যথা পাই এমন কাজ কি তোমার করা উচিত? আর আমার মাথা খাও যে সব লোকে তোমায় এই পরামর্শ দিয়েছে তুমি একেবারে তাদের সঙ্গ ছেড়ে দেও।

বিনোদ। (করতালী দিয়া) ব্রেভো! ব্রেভো! পাদ্‌রী সাহেব! খুব লেকচার দিয়েছ।

প্রমদা। নাথ! আমার মাথা খাও আর রঙ্গ করোনা—যা বলি তাই শোন।

বিনোদ। আবার গৌরচন্দ্রিকে ভাঁজ্‌বে নাকি? (বিকৃত মুখে) মেয়েমানুষকে লেখাপড়া শেখানই দায়।

প্রমদা। আচ্ছা আমি লেখাপড়া শিখেছি বলে কি তোমার একটুও আমোদ হয়না? স্ত্রী লেখাপড়া শিখ্‌লে অন্য স্বামীরা তাদের নিয়ে কত আদর—তবে কত আমোদ আহ্লাদ করে থাকেন।

বিনোদ। আমোদআহ্লাদ? বাবা! মেয়ে মানুষের লেকচারের গুঁতোয় অস্থিচর্ম্ম সার হল—আবার আমোদ আহ্লাদ? এখন ছেড়ে দেও পাদ্‌রীসাহেব! গা ঝেড়ে বাঁচি।

প্রমদা। নাথ! দেখ আমি তোমার স্ত্রী। তা স্ত্রীর কথা কি একটীও রাখ্‌তে নেই? আমি তোমার পায়ে ধরে ভিক্ষে চাচ্চি তুমি আমার এই কথাটী রাখ।

বিনোদ। আর কথা রাখতে হবেনা। এখন যা বলি তা শোন।

প্রমদা। বল—শুনছি।

বিনোদ। বল্‌চি কি তুমি বাপের বাড়ী যাও, তাতে ত আর তোমার কোন কষ্ট হবেনা। কি বল?

প্রমদা। (অধোবদনে স্বগত) আবার ঐ কথা? চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী।

বিনোদ। বলি—চুপ করে রইলে যে? বল না যাবে কি না?

প্রমদা। কোথা যাবো?

বিনোদ। তবু বলে কোথায় যাবো! (মুখভঙ্গী করিয়া উচ্চৈঃস্বরে) বাপের বাড়ী—বাপের বাড়ী—বোমের বাড়ী—

প্রমদা। তা সেই আমার সকলের চেয়ে ভাল (রোদন)

বিনোদ। আঃ! কেঁদে জিঁতবে নাকি? চোকে যে আর জল ধরেনা! এখনও বল যাবে কি না?

প্রমদা। না।

বিনোদ। না? এই—যাবে আর ভাল বল্‌বে। দেখ-দেকি যাও কিনা?

প্রমদা। কখন যাবোনা।

বিনোদ। যাবে—যাবে—যাবে—

প্রমদা। কখন যাবোনা—কখন যাবোনা—কখন যাবো-না।

বিনোদ। কেন যাবেনা?

প্রমদা। বাড়ী ঘর ফেলে কোথায় যাবো?

বিনোদ। বাড়ী ঘর ফেলে? কোন্ বাড়ী?

প্রমদা। এই বাড়ী।

বিনোদ। কার এ বাড়ী?

প্রমদা। আমার বাড়ী।

বিনোদ। তুমি পেলে কোথা?

প্রমদা। আমার স্বামী দিয়েছেন।

বিনোদ। তবে কার এ বাড়ী?

প্রমদা। আমার।

বিনোদ। তবু বলে আমার?

প্রমদা। তা আমার নয় ত কার?

বিনোদ। এঃ! ওঁর বাড়ী! এখনও বল কার?

প্রমদা। আমার।

বিনোদ। তোমার বাবার। বেরো হারামজাদী বাড়ী থেকে (পদাঘাত)

প্রমদা। (সরোদনে) অ্যাঁ!—বাবার!—হারামজাদী! পৃথিবী দোফাঁক্ হও আমি প্রবেশ করি। (অধোবদনে রোদন)

বিনোদ। চুপ্ করে ডাঁড়িয়ে রইলি যে? বেরো বল্‌ছি এখনো।

প্রমদা। (সরোদনে) নাথ! তবে কি তুমি আমায় তাড়িয়ে দেবে?

বিনোদ। হুঁ্যা দেবো।

প্রমদা। কেন? আমি কি দোষ করিছি?

বিনোদ। কি দোষ করিছিস্? তুই আমার নলিনীকে বিয়ে করবার পথে পাহাড় হয়ে বসে আছিস।

প্রমদা। অ্যাঁ!—পাহাড় হয়ে বসে আছি? আচ্ছা তবে আমি যাই—যাই—জন্মের মত যাই—মা ভুবনেশ্বরি! দেখো মা আমার প্রাণেশ্বরের যেন কোন আপদ্ বিপদ না ঘটে।

(উন্মত্তভাবে প্রস্থান।)

বিনোদ। আঃ! বাঁচ্‌লেম! এখন নলিনীকে পাবার ভরসা হলো। তবে যাই যোগাড় দেখিগে।

(প্রস্থান।)

পটক্ষেপণ।

—০০—

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কাশী যাইবার পথের নিকটস্থ জঙ্গল।

মলিনবেশে রুগ্না প্রমদা মৃত্তিকাখণ্ডে মস্তক রাখিয়া ভূমিশয্যায় শয়ানা। শিয়রে তারা আসীনা।

প্রমদা। (সরোদনে) তারা! কৈ? কৈ? আমার প্রাণেশ্বর কৈ? কৈ? কৈ? আমার জীবনসর্ব্বস্ব কৈ? কৈ? কৈ? কৈ আমার প্রাণপ্রতিম বিনোদবাবু কৈ? (উচ্চৈঃস্বরে) তারা! তারা!—

তারা। (সরোদনে) এই যে মা ঠাকরোণ্! কি বল্‌ছেন্ বল।

প্রমদা। (উচ্চৈঃস্বরে) তারা এসেছিস্? হা! হা!

হা! দেখ্তো! দেখ্তো! তিনি বুঝি ঐ থামের আড়ালে ডাঁড়িয়ে!

তারা। (সরোদনে) বালাই! বালাই! যাট্! যাট্! ভেঁড়িয়ে আবার থাকবে কেডা!

প্রমদা। না দেখনা! দেখনা! (উচ্চৈঃস্বরে) কই! দেখ্লিনি? দেখ বল্‌ছি—নইলে—

তারা। (সরোদনে) কই এই ত দ্যাখলাম মা! কেউ ত নেই।

প্রমদা। না দেখ্না দেখ—আছেন্ বৈকি। বল্না বল্—আমার কাছে এসে বস্তে বল্। লজ্জা কি? স্ত্রীর কাছে আস্তে কি স্বামীর লজ্জা করে?—বল্না বল?—লজ্জা কি বল্।

তারা। (সরোদনে) কারে বল্‌বো মা? কেউ ত নেই।

প্রমদা। বলবিনে?—আমার হুকুম মান্‌বিনে?—আচ্ছা তবে আমিই বলি। (হঠাৎ উঠিয়া উচ্চৈঃস্বরে) এসো! এসো! আমার মাথার মণি এসো! লজ্জা কি? আমার কাছে আস্তে লজ্জা? এসো আমার প্রাণেশ্বর! এসো! এসে আমার হৃদয়সিংহাসনে বসো! (উত্থানের চেষ্টা)

তারা। [তাড়াতাড়ী প্রমদাকে ধরিয়া] মা ঠাকুরোণ! কত্তি নাগ্লেন কি? এমন করে একশবার ঝাঁকার দিয়ে উঠ্তি গেলি যে ভির্‌মি লাগবে। [শোয়াইয়া দেওন]

প্রমদা। (উচ্চৈঃস্বরে) এখনও এলেনা? এসো! এসো আমার কাছে এসে বসো—লজ্জা কি? স্ত্রীর কাছে আস্তে লজ্জা? না না তুমি কি জাননা যে প্রমদা সে রকম স্ত্রী নয়।

তোমার পায়ে কাঁটা ফুটলে যে আমি দাঁত দিয়ে তুলে দিতাম! এসো! এসো!

*তারা। [সরোদনে] মা ঠাক্‌রোণ! একটু চুপ করেন। অমন করে এলোমেলো বকে আমার মাথা খাত্তি লাগলে কেন?

প্রমদা। [উচ্চৈঃস্বরে] যা—যা তুই যা—তুই কেন এখানে? আমরা স্ত্রীপুরুষে কথা কচ্চি তুই কেন এখানে? না তুমি এসো! ও মাগী গিয়েছে—তুমি এসো। [উচ্চৈঃস্বরে] কি আসবেনা?—আমার কাছে আসবেনা? নলেনকে বিয়ে করবে?—তা করনা—কর। তাতে কি?—কর—তুমি সুখী হলেই প্রমদার সুখ—তাতেই তোমার প্রমদার স্বর্গ। আমার কি অনিচ্ছে? তোমারও সুখ—আমারও সুখ—তাতে কি আমার অনিচ্ছে? কর—কর—নলেনকে বিয়ে কর—আমি কিন্তু দাঁত দিয়ে তোমার পায়ের কাঁটা তুলে দেবো। কর—কর—বুক্‌ চিরে রক্ত দেবো—কর—কর—(ক্ষণকাল মৌনভাবে অবস্থিতি)

তারা। (সরোদনে) করবো কি এখন? এ বোনের মদ্দ্যি ত মনিষ্যি নেই যে হাত খান ধরে দেখাই। এমন ধারা কত্তি লাগ্‌লেন কেন? কিছুইত বুঝ্‌তি পাল্লামনা।

প্রমদা। কর—কর—আমার মাথা খাও কর। আমাকে তোমার দাসী কর—কিন্তু আমাকে তাড়িয়ে দিওনা—হারামজাদী বলোনা—বাপের বাড়ী বলোনা—কর—কর—আমি বল্‌ছি কর—নলেনকে বিয়ে কর—(বেগে উত্থান) কি? তবু আমায় নেবেনা? তাড়িয়ে দেবে? বাপের বাড়ী বল্‌বে? আচ্ছা তা বল—কেবল হারামজাদী বলোনা—স্বামী

হয়ে কি অমন কথা বল্‌তে আছে? ওতে যে পাপ হয়—তোমার ও পাপ হয়—আমারও পাপ হয়—ছি বলোনা—বলোনা লোকে নিন্দে করবে—বলোনা—তোমার নিন্দে কি আমার সয়? বুক্ যে ফেটে যাবে। স্বামীর নিন্দে কি সতীর প্রাণে সয়?—বলোনা—বলোনা—মাথা খাও বলোনা—বুক চিরে দেখো—বলোনা—বুক্ চিরে দেখো তোমার ছবি—আমার প্রাণনাথের ছবি—আমার জীবিতেশ্বরের ছবি—আমার সাধের বিনোদবাবুর ছবি। তবু বল্‌বে?—প্রমদার হৃদয় দেখ্‌লেনা? তোমার দাসীর হৃদয় বুঝ্‌লেনা?—দেখ আমার মাথা খাও দেখ—এই দেখ—(বক্ষস্থলে হাত দিয়া) এই দেখ—এই দেখ—আমি নিজে চিরেছি—দেখ সব ভস্ম হয়ে গিয়েছে—সব জ্বল্‌ছে—কেবল আমার প্রাণের বিনোদবাবু চুপ করে বসে আছেন—পুড়ছেনও না—জ্বল্‌ছেনও না। প্রমদার দুঃখে কেউ পোড়েনা?—কে পোড়ে?—কেউ না—কেউ না—জগতে কেউ না—কেবল একজন পোড়ে—ঠাকুর্‌পো ঠাকুর্‌পো—আমার পেটের ছেলে। এস বাবা এস—আমি তোমাকে বাবা বলে ডাক্‌বো—বাবা বলে আদর করবো—পেটের ছেলেকে কে না বাবা বলে? ঠাকুর্‌পো? তা হোক্, আমি তোমাকে ছেলে বেলা থেকে মানুষ করিছি। ছেলেবেলা থেকে মানুষ কল্লেই পেটের ছেলে হয়। তুমি ত মা বল?—বল্লেই হলো। কেঁদোনা—কেঁদোনা। প্রমদার দুঃখে কেউ কাঁদেনা—তুমি কেন কাঁদবে? তবু কাঁদ্‌বে?—মা বলে বলে কাঁদ্‌বে? এস প্রমদার ভাগ্যি ভাল—এস আমার বুকের ধন বুকে এস—আমার—

তারা। (সরোদনে) মা ঠাক্‌রোণ কত্তি লাগ্‌লেন কি?

প্রমদা। আমার মাণিক এস—আমার চন্দ্রপুরুষ এসো! কেঁদোনা—কেঁদোনা—তবু কাদবে? মা বলে বলে কাঁদবে? না কেঁদোনা।

তারা। মা ঠাকুরোণ! একটু ছামাই কর।

প্রমদা। হ্যাঁ—জামাই? জামাই? আমার ঝি—আমার জামাই? আচ্ছা—আচ্ছা—বেশ—বেশ—

তারা। আবার আমার ঝি আমার জামাই কি বল্‌তি নাগ্‌লেন?

প্রমদা। কি—আবার হারামজাদী? তুমিও হারামজাদী বল্‌বে? (বক্ষঃস্থলে হাত দিয়া) এই দেখ—দেখ—জ্বলে গ্যালো—পুড়ে গ্যালো—বিনোদবাবু বুকের আগুনের মাঝখানে বসে আছেন দেখ—পোড়েনওনি—জ্বলেনওনি। প্রমদার আগুনে পুড়বেন কেন? দেখ—দেখ—জ্বলে গ্যালো—জ্বলে গ্যালো—পুড়ে গ্যালো—জল—জল—জল (পতন ও মূর্চ্ছা)

তারা। (সরোদনে) ওমা! আবার একি সর্ব্বনাশ হলো মা! (ক্রোড়ে করিয়া) কেন মা আমার মাথা খাতি এমন কম্ম কত্তি এয়েলে যে এই মাঠের মদ্যি বিঘোরে পরাণ্‌টা খোয়াতি হলো! হায়! তুমি রাজ ঐশ্বয্যি ছেড়ে এই জঙ্গলের মদ্যি ঝে এমন করে মারা যাবে তাত আগে জানতাম না। হায়! আমি অ্যাথন কি করবো—কোথা যাবো! বাবু বোঝলেন না তাই এমন ঘরের নক্ষীরি ঘর থেকে তেড়িয়ে দেলেন। (রোদন)

প্রমদা। জল—জল—জ্বলে গ্যালো—

তারা। অ্যাখন কি করি! জল খাতি চাচ্চেন তা এ বোনের মদ্যি পাই কোথা? এখানে কি মনিষ্যি আছে যে একরত্তি জল দিয়ে পেরাণডা অক্কে করে?

প্রমদা। উঃ যাই—যাই—জ্বলে গ্যালো—

তারা। (সরোদনে) ওমা! তেষ্টায় যে ছাতি ফাটবার যো হলো। হা ঠাকুর! কি কল্লে? এই বার বুঝি পেরাণডা গ্যালো! অ্যাখন ত না দেখ্‌লিও নয়! একলাই বা এই জঙ্গলের মদ্যি ফেলে যাই কেমন করে? ও মা ঠাক্‌রুণ! মা ঠাক্‌রুণ! ওমা এ কি হলো! আর যে কতা কইতি পাচ্যেন্‌ না!

প্রমদা। (মৃদুস্বরে) জ—ল—জ—ল—ল—ল—ললল—

তারা। (সরোদনে) ওমা এ যে আবার গোটানাল ভাঙতি নাগ্‌লো দেখ্‌তি পাই! এখন কি করি? কোথা যাই? কোথা গেলে এক রত্তি জল পাই? হা ঠাকুর! আমার কপালে এত দুখ্‌খুও নেকেছিলে? হায়! হায়! এই জল আবানে মা ঠাক্‌রোণের মরণটা দেখ্‌তি হলো! তবে আর দেরি কত্তি পারিনে—এই ব্যালা দেখি। কিন্তু ঠাকুর! দেখো, তুমি বিপদ কাণ্ডারী! মা ঠাক্‌রোণ একলা রল্লেন—কোন কিছু হয়ত তুমিই দেখো—(প্রমদার মস্তক ক্রোড় হইতে নামাইয়া মৃত্তিকাখণ্ডের উপর রাখিয়া প্রস্থান)

প্রমদা। উঃ! জ্বলে গেল! জ্বলে গেল! জল—জল—ঠাকুরপো! ঠাকুরপো!—

(সতীশ সুরেশ ও জিতেন্দ্রের বেগে প্রবেশ)

সকলে। (উচ্চৈঃস্বরে) এই যে!—এই যে! এখানে—

সুরেশ। (তাড়াতাড়ী নিকটে যাইয়া চরণে ধরিয়া) বৌ!—বৌ!—মা—জননি!—হতভাগা সুরেশ কি আবার আপনার চরণ দেখতে পেলে! আবার কি আমি আপনাকে মা বলে ডাকতে পাবো! আবার কি আপনি আমাকে তুমি আমার চন্দ্রপুরুষ—আমার পেটের ছেলে বলে আদর করবেন? (রোদন) আমি কি হতভাগ্য! আপনার এই দুর্দ্দশা আমাকে স্বচক্ষে দেখতে হলো! আপনি রাজরাজেশ্বরী হয়ে অনাথিনীর ন্যায় একাকিনী এই দুর্গম বনে প্রাণ পরিত্যাগ কচ্চেন! আপনি মলিন বস্ত্রখণ্ড পরিধান করে মাটীতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। আপনি মুকুব্যেবংশের কুললক্ষ্মী হয়ে এই দুর্দ্দশা সহ্য কচ্চেন! হৃদয়! বিদীর্ণ হও! আর কেন? কুললক্ষ্মীর এ দুর্দ্দশা দেখার চেয়ে তোমার বিদীর্ণ হওয়া সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর! উঃ! এখন কি করি?

সতীশ। সুরেশ! স্থির হও। এ কাতর হবার সময় নয়। প্রথমত দেখ এখনও জীবিত আছেন কি না? যে রূপ অবস্থায় দেখ্‌ছি এতে ত এখনও বেঁচে আছেন বলে বোধ হয়না। এস দেখি দেখা যাক্ (সকলে দর্শন)

সুরেশ। কৈ নড়েন চড়েন না ত! আপনি একবার ডেকে দেখুন দেখি।

সতীশ। দেখি (উচ্চৈঃস্বরে) প্রমদা! প্রমদা! দিদি! ভগিনি! সহোদরে! (রোদন)

জিতেন্দ্র। তুমিশুদ্ধ কাঁদলে? (নাসিকায় হস্ত দিয়া) কৈ! কিছুই ত বুঝ্‌তে পাচ্চিনে।

সুরেশ। (সরোদনে) তবে কি আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে!

সতীশবাবু! আমার যে আর কেউ নেই! এখন আমার কি হবে! কে আমার প্রতি মুখতুলে চাইবে? আমি বাল্যাবস্থায় মাতৃহীন হয়েছিলাম বটে কিন্তু তজ্জনিত ক্লেশ আমাকে এক দিনের জন্যেও ভোগ কর্‌তে হয়নি। জননী আমার সুতিকা-গৃহেই প্রাণত্যাগ করেন এবং আমাকে সেই সময়ে বৌয়ের হাতে হাতে সমর্পণ করে বলেন যে "বৌমা! আমি আজ আমার সর্ব্বস্বধন খোকাকে তোমার হাতে হাতে সঁপে দিয়ে বিদেয় হলেম। আজ অবধি তুমিই বাছার মা হলে। দেখো যেন দুঃখিনীর বাছা বলে কেউ তাকে অযত্ন না করে" এই কথা বলবার পরেই তাঁর প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। সেই অবধি বৌ আমাকে পেটের ছেলের মত কোলে পীটে করে মানুষ করেছিলেন। আমি সেই জন্যে ওঁকেই মা বলে ডাকি এবং মা বলে জানি।

সতীশ। হা পতিব্রতে! নরাধম স্বামী হতে তোমার যে এত দূর দুর্দ্দশা হবে তা কখন স্বপ্নেও জান্‌তেম না। এমন রাক্ষসের হস্তে তুমি পতিত হয়েছিলে যে চিরকাল কষ্ট পেতে পেতেই জীবনক্ষয় হলো।

প্রমদা। (মৃদুস্বরে) জ—জ—জ—ল—ল—

সতীশ। না না এই যে বেঁচে আছেন। জল দেও-জল দেও।

সুরেশ। এখানে এখন জল পাই কোথা?

সতীশ। তাইত! কি সর্ব্বনাশ! দেখ! দেখ! খুঁজে দেখ!

(পাতের ঠোঙায় জল লইয়া তারার প্রবেশ।)

সকলে। এই যে তারা এখানে—তারা এখানে—

তারা। (সরোদনে) এই ঝে বাবাঠাকুর! তোমরা আলে কখন? (উচ্চৈঃস্বরে রোদন)

সকলে। তোর হাতে কি?

তারা। (সরোদনে) জলের ঝন্যি ছাতি ফেটে গিয়েলো তাই জল আনতি গিয়েলাম।

সুরেশ। দে দে তবে দে। (তারার হস্ত হইতে জল লইয়া প্রমদার মুখে প্রদান)

প্রমদা। আঃ!—মা!—মা!

তারা। মা ঠাক্‌রোণ! একবার তাকিয়ে দেখেন ছোটবাবু এয়েছেন।

প্রমদা। (চক্ষুরুন্মীলন করিয়া) কে সুরেশ? সুরেশ? বাবা!

সুরেশ। কেন মা? এই যে আমি।

প্রমদা। বাবা! তুমি হতভাগিনীর জন্যে এত ক্লেশ করে এখানে এসেছ?

তারা। সতীশ বাবু জিতেন বাবুও ঝে এয়েচেন।

প্রমদা। কে—দাদা? কৈ?

সতীশ। (নিকটে আসিয়া) এই যে আমি দিদি?

জিতেন্দ্র। আচ্ছা তারা! তোরা এখানে এলি কেমন করে?

তারা। বাবু তেড়িয়ে দেবার পরে মাঠাক্‌রোণ কাঁদিত

কাঁদ্‌তি বেরিয়ে যাতি লাগ্‌লেন দেখে আমিও পেছু নেলাম॥ তার পর দেকি ঝে মা ঠাক্‌রোণ আমায় কিছুতেই আসতি দেবেন্‌ না। আমি জিজ্ঞেঁস করাতে বল্লেন যে, তুই যা আমি কাশী গিয়ে মরবো। তা আমিও ঐ কথা শুনে আর সঙ্গ ছাড়লাম না। তার পর সেই পয্যন্ত মা ঠাক্‌রোণ জলরত্তিও মুকে না দিয়ে হাঁট্‌তি হাঁট্‌তি এইখানে এসে ভিরমীলাগা হয়ে পড়লেন। আর কেমন এলোমেলো বক্‌তি লাগলেন। আমি না তাই দেকে জল আনতি গিয়েলাম। আচ্ছা বাবু! তোমরা কেমন করে জানতি পাল্লে ঝে মোরা এখানে?

জিতেন্দ্র। আমরা খুঁজ্‌তে খুঁজতে যাত্রীদের মুখে শুন্‌লাম।

সতীশ। জিতেন্‌! তবে চল, এখন কোন একটা নিকটের চটীতে নিয়ে যাই। তার পর সেইখানে গিয়ে অন্যান্য বন্দোবস্ত করা যাবে এখন।

সকলে। সেই ভাল।

সুরেশ। এখন এখান থেকে নিয়ে যাই কি করে?

সতীশ। এস সকলে পাঁজাকোলা করে ধরে নিয়ে যাই।

জিতেন্দ্র। তবে সকলে ধর।

(সকলে প্রমদাকে লইয়া প্রস্থান।)

পটক্ষেপণ।

—০০০—

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ভবশঙ্করের বহির্বাটী।

বিবাহসভা।

ঘটক পুরোহিত ভট্টাচার্য্য এবং কন্যাযাত্রীগণ ভবশঙ্কর সতীশ ও বরবেশে জিতেন্দ্র আসীন।

সতীশ। তার পর কি হলো?

ঘটক। অর্থাৎ "রাজদ্বারি শ্মশানে ন যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ"। অর্থাৎ রাজস্য-দ্বারি রাজদ্বারি। দ্বারি—কি না—দ্বারিবানঃ দ্বার রক্ষকঃ ইত্যর্থঃ; এতেই বুঝ্‌তে হবে যে দরোয়ানঃ। তাঁ হলেই রাজার দরোয়ান হলো। আর "শ্মশানে চ" যে—এ টা আর বড় স্পষ্ট করে বলবার প্রয়োজন রাখেনা। কারণ এটা নিজেই প্রাঞ্জলপরিপূর্ণ অর্থাৎ বিশদ।

সতীশ। বিশদ কৈ? ভাল বুঝ্‌তে পার্লেমনা ত।

ঘটক। (হাঁসিয়া) বুঝ্‌তে পারলেনা বাবা? পারবে কেন? তোমরা বালক। এ সব অনেক পরিশ্রমে শিখ্‌তে হয়। এই—দুবেলা টোলে রেঁদে রেঁদে হাতময় কড়া পড়ে গিয়েছিল। এত পরিশ্রমে তবে এ সব আদায় করতে হয়। তা নইলে সুধু গোরগুভাষা শিক্ষা করলেই ত আর বৃহস্পতি হওয়া যায়না।

সতীশ। আজ্ঞে তা বটেই ত। তবে কি না—

ঘটক। (উচ্চৈঃস্বরে) "তবে কি না" কিহে বাপু? এতে কি আর "তবে কিনা" আছে নাকি?

সতীশ। আজ্ঞে তা বলিনি—

ঘটক। তবে আবার কি বল?

সতীশ। বল্‌ছিলাম কি-যে আপনার ঐ একটা কথা ভাল বুঝ্‌তে পাচ্চিনে যে!

ঘটক। (হাঁসিয়া) দেখ্‌লে বাবা? দেখ্‌লে? আমরা নেহাত ছোটখাঁট লোক নয়। আমাদের কথা হৃদয়ঙ্গম করতে হলেও একটু বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন। এখন—কোন্ কথাটা বল দেখি?

সতীশ। আজ্ঞে ঐ যে কি গোরণ্ডভাষা বল্‌লেন।

ঘটক। (হাঁসিয়া) বাবা ও সব সাধুভাষা সাধুভাষা। টটাটটি নয়। ও সব পণ্ডিতে বুঝিতে নারে মুর্খে লাগে ধন্দ যে—তাই।

সতীশ। তা যা হোক এখন ওটা যে বুঝিয়ে দিতে হচ্যে।

ঘটক। আচ্ছা দিচ্চি শোন। এই—যামিকাকৃষ্ণ কূট-বূট-সুশোভিত লম্বগুম্ফ-বিরাজিত যে সকল শ্বেতকায় মহাপুরুষ, যাঁদের বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় গোরা উপাধি প্রদত্ত হয়, তাঁরাই সাধুভাষায় গোরণ্ডনামে আখ্যাত হন।

সতীশ। তবে গোরণ্ডশব্দে আপনার মতে গোরা বোঝায়?

ঘটক। এই—এখন বুঝলে। তা হবেনা কেন? কেমন বংশে জন্ম।

সতীশ। আচ্ছা সে যেন গেল। কূট-বূট-সুশোভিত কি?

ঘটক। কূট অর্থাৎ গৌরগুদেশীয় মহাপুরুষেরা যামিকা-কৃষ্ণ যে সকল অঙ্গবস্ত্র ব্যবহার করেন তারাই কূটশব্দে অভি-হিত হয়ে থাকে।

সতীশ। (হাঁসিয়া) ওঃ! সায়েবদের গায়ে দেবার কোট যাকে বলে?

ঘটক। হ্যাঁ! হ্যাঁ! তাই।

সতীশ। আচ্ছা যামিকাকৃষ্ণ আর গুম্ফ শব্দে কি বোঝায়?

ঘটক। যামিকাকৃষ্ণ অর্থাৎ যামের মত কালো। আর গুম্ফ কিনা ওষ্ঠোপরি-লোম-গুচ্ছ।

সতীশ। ওষ্ঠোপরি-লোম-গুচ্ছ কি? গোঁপ্ নাকি?

ঘটক। এই এতক্ষণে হলো। বল্যেম যে তোমরা নেহাত শৈশব কিনা। তাই বুঝ্‌তে একটু কষ্ট হবে। তা তুমি পারবে—পারবে—বেশ বুদ্ধিসুদ্ধি আছে।

সতীশ। সে আপনার আশীর্ব্বাদ। এখন সবই হয়েছে, কেবল "শ্মশানে চ" টুকু হলেই হয়।

ঘটক। (স্বগত) আ! এত ভাল ছিনে জোঁক্ দেখছি! ব্যাভ্রম করবে নাকি?

সতীশ। চুপ্ করে রইলেন যে?

ঘটক। না চুপ করিনি হে বাপু। বলি লগ্নের সময়টা হয়ে এলোনা?

সতীশ। না এখনও একটু বিলম্ব আছে। এইটে বল্‌তে বল্‌তেই হবে।

ঘটক। না হে বাপু! দেখ! দেখ! আবার ভ্রষ্ট হয়ে যাবে (উত্থানের চেষ্টা)

সতীশ। না না একটু বসুন্‌না। "শ্মশানে চ" বলুন্‌না, তা হলেই আমি গিয়ে দেখে আসছি এখন।

ঘটক। (স্বগত) এইবার সার্‌লে! (প্রকাশে) আঃ! এ আর বুঝলেনা? "শ্মশানে চ" কিনা শ্মশা—নেচ, অর্থাৎ শ্মশানে—চ ইত্যর্থঃ। এতেই বোঝা যাচ্ছে যে এও হতে পারে, ওও হতে পারে। (ব্যস্তভাবে) এখন চল চল সময়টা দেখিগে।

ভবশঙ্কর। ঘটক মশায়! কোথায় যাবেন? বসুন্‌না। এখনও একটু বিলম্ব আছে।

ঘটক। না না তানয় তানয় বলি কি—একবার গাড়ুটা আনিয়ে দেন দেখি।

ভব। কেন বাইরে যাবেন নাকি?

ঘটক। আজ্ঞে হাঁ। একবার ইচ্ছেটা হচ্যে—

ভব। (নেপথ্যের প্রতি) ওরে গাড়ুটা এনে দে।

গাড়ু লইয়া ভৃত্যের প্রবেশ।

ঘটক। কৈ এনেছিস? এনেছিস? দে দে (গাড়ু লইয়া স্বগত) আঃ বাঁচ্‌লেম! ভাগ্যি এই কথাটা মনে পড়েছিল! তা নইলে সেরেছিল আর কি! আঃ! ইংরিজিপড়া ছেলেগুলো আর ছিনে জোঁক এ দুটো জানোয়ারি সমান। সহজে কি ছাড়তে চায়?

সতীশ। ঘটক মশায়! শিগ্যির শিগ্যির সেরে আসুন্‌ আরও দুটো একটা কথা আছে।

ঘটক। অ্যাঁ আবার? হাঁ—হাঁ—আস্‌ছি—

বেগে প্রস্থান এবং সভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে
পুনর্ব্বার বেগে প্রবেশ ও সভার মধ্য-
স্থলে গাড়ু হস্তে পতন।

সকলে। এ কি হলো? এ কি হলো?

ঘটক। বাবা রে মেরে ফেলেচে—মেরে ফেলেচে—একেবারে ব্রহ্মহত্যেটা করেছে—

সকলে। কোথায়? কে মারলে?

ঘটক। বাইরে—লেটেলে——

সতীশ। সে কি! লাঠীয়াল? কেন?

ঘটক। বল্যে ওরে ঘটকা! তুই না এই বিয়ের ঘটক? বলেই আর কি মাথার ওপর একশ ঘা লাঠী।

(বরবেশে বিনোদ ও তৎপশ্চাতে চারিজন
লাঠীয়ালের প্রবেশ)

ঐ দেখো—ঐদেখো অবার আস্‌ছে।

সতীশ। তাইত! কি আশ্চর্য্য! (বিনোদের নিকটে যাইয়া) একি? বিনোদবাবু যে হঠাৎ এমন সময় এখানে এবেশে উপস্থিত? আর সঙ্গে এত লাঠীশোটাই বা কেন?

বিনোদ। আমি বিয়ে করবো।

সতীশ। বিয়ে করবেন কি বলুন!

বিনোদ। আমি নলিনীকে বিয়ে করবো।

সতীশ। নলিনীকে যে জিতেন্দ্রবাবু বিবাহ কচ্যেন আর সে বিবাহ এখনি হবে।

বিনোদ। তবু আমি বিয়ে করবো।

সকলে। একি? বিনোদবাবু কি খেপেছেন নাকি? এক মেয়েকে কি দুইবরে বিবাহ করতে পারে?

বিনোদ। এখনও ত হয়নি।

সতীশ। হয়নি—কিন্তু এখনি হবে।

বিনোদ। কার সঙ্গে?

সতীশ। জিতেন্দ্রবাবুর সঙ্গে।

বিনোদ। না আমার সঙ্গে বিয়ে দিতেই হবে। আমি নলিনীকে বিয়ে করবোই করবো। সতীশবাবু! আমি তোমার পায়ে পড়ি। তুমি আমায় রক্ষে কর। আমি নলিনীর জন্যে সব খুইয়েছি। নলিনীর জন্যে আমায় যা বল তাই করতে প্রস্তুত আছি। নলিনী আমার প্রাণের চেয়েও বেশী। আমি নলিনীর জন্যে পাগল হয়েছি। নলিনীকে না পেলে আমি একদণ্ডও বাঁচবো না। তা তোমাদের কি এই রকম করা উচিত? দেখ আমি হাজার হোক গাঁয়ের জমীদার। জমীদারে যা মোনে করে তাই কত্তে পারে। জমীদারে মোনে করলে লোকের বৌঝিকে কেড়ে নিয়ে গিয়ে যা খুসী তাই করতে পারে—বিষয় আশয় কেড়ে নিয়ে যেতে পারে—মাঠে থেকে ধান কেটে নিতে পারে—ছাগল গরু ধরে নিয়ে গিয়ে নিজের বাড়ীতে পুরে রাখতে পারে—পথঘাট ধোপানাপিত হুঁকোকল্কে সব বন্ধ করতে পারে—কুটুম কুটুম্বিতে সব নষ্ট করতে পারে—একঘরে করতে পারে। তা দেখ আমার এত লাঠিয়াল আছে, এত টাকা আছে, তবু আমি সে সব কিছুই কচ্চিনে—কেবল নলিনীকে চাচ্চি। তাও অমনি চাচ্চিনে। জমীদারেরা যেমন করে জোর জবরদস্তি করে বাড়ীর ভেতর থেকে মেয়ে

ছেলে কেড়ে নিয়ে যায় আমি তা কত্তে চাচ্যিনে। আমি তাকে বার করে নিয়ে যেতে চাচ্যিনে। কেবল বিয়ে কত্তে চাচ্যি। আমার বিষয়ের অধিকারী করতে চাচ্যি। আমার নিজের পাটরাণী করতে চাচ্যি। তা এততেও যদি তোমরা নারাজ হও, তা হলে আমি নাচার। সুতরাং এমন অবস্থায় নিরাশ হলে আমাকে লাঠীয়ালদের আশ্রয় নিয়ে বলপূর্ব্বক নলিনীকে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করতে হবে।

সতীশ। (স্বগত) যেরকম খেপেছে দেখছি, এতে ত একে সহজে নিবারণ করা ভার হবে। লাভে হতে মাঝ খান থেকে একটা তুমুল কাণ্ড বেধে উঠে, সব পণ্ড হবার সম্ভাবনা। যাহোক্, চেষ্টা করে দেখা যাক (প্রকাশে) আচ্ছা বিনোদ বাবু! আপনি যে একবার বিবাহ করেছেন, সুতরাং এখন আমরা সতীনের উপর মেয়ে দিই কি করে?

বিনোদ। আমি সে স্ত্রীকে তাড়িয়ে দিয়েছি।

সতীশ। তাড়িয়ে দিলেই ত হবেনা। তিনি আবার ফিরে আস্‌তে পারেন ত।

বিনোদ। বেঁচে থাক্‌লে তবে ত আস্‌বে। সে মরে গিয়েছে।

সতীশ। তার প্রমাণ কি?

বিনোদ। আমি জানি তাকে কাশীর পথে ডাকাতে মেরে ফেলেছে।

সতীশ। আচ্ছা তা বেশ হয়েছে। এখন এক কাজ করুন। নলিনীর ছোটভগ্নীকে আপনি বিবাহ করুন। কারণ নলিনীর সঙ্গে জিতেন্দ্রের বিবাহ স্থির হয়ে গিয়েছে। এখন ত আর না দেওয়াটা ভাল দেখায়না।

বিনোদ। নানা তা হবেনা। জিতেন্দ্রের সঙ্গে নলিনীর ছোট বনের বিয়ে দিন্। আমাকে নলিনীকে দিতেই হবে।

সতীশ। তা নইলে আপনি ছাড়বেননা?

বিনোদ। না। আর নলিনীর সঙ্গে আমার সঙ্গে বিয়ে হলে আমি তোমাকে খুব খুসী করবো।

সতীশ। কি রকম খুসী?

বিনোদ। যত টাকা চাও দেবো।

সতীশ। নিশ্চয়?

বিনোদ। নিশ্চয়!

সতীশ। আচ্ছা তবে আসুন (হস্ত ধরিয়া জিতেন্দ্রের পার্শ্বে উপবেশন করাইয়া ভবশঙ্করের প্রতি) জ্যাঠামশায়। লগ্ন উপস্থিত।

ভবশঙ্কর। (উঠিয়া সভাস্থ সকলের প্রতি) মহাশয়গণ! আপনারা স্বচক্ষে সমুদায় দেখ্‌লেন। এখন অনুমতি করেন ত দুটী কন্যাই এককালে দুই পাত্রে সমর্পণ করি।

সকলে। তথাস্তু—তথাস্তু।

ঘটক। তবে মার টা বুঝি এই গরিব ব্রাহ্মণের ওপর দিয়েই গেল। উঃ! বাবারে যে লাঠী মেরেছে! মাথাটা এক রকম ফেটে গিয়েছে বল্লেই হয়।

সতীশ। আপনি অত ব্যস্ত হচ্যেন কেন? এক ঘটকালীতে দুই দক্ষিণাই পাবেন এখন।

ঘটক। বটে! আচ্ছা—আচ্ছা। তবে হোক—

সতীশ। আমি তবে কনে নিয়ে আসি।

(প্রস্থান।)

ঘটক। (ভবশঙ্করের প্রতি) মশায়! আমার বিষয়টা লাঠী খাওয়ার উপযুক্তরূপ বিবেচনা হয় যেন।

ভব। কিছু চিন্তা নেই, নিশ্চিন্ত থাকুন, অত বক্‌ছেন কেন?

ঘটক। না তা কিছু বলিনি। এখন আপনার কথায় পাকা হয়ে গেল। ওরা সব বালক কিনা—

দুই দুইজন বাহকে অবগুণ্ঠনবতী কন্যাদ্বয়কে কাষ্ঠপীঠ সমেত লইয়া সতীশের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবেশ।

সতীশ। বিনোদ বাবু! আপনি এই পীঁড়ের ওপর দাঁড়ান। জিতেন্! তুমিও এসে দাঁড়াও।

(জিতেন্দ্র এক পীঁড়িতে ও বিনোদ অপর পীঁড়িতে দণ্ডায়মান ও বাহকগণের প্রতিবরকে সাত সাত বার বেষ্টন এবং নেপথ্যে হুলুধ্বনি ও শঙ্খবাদন)

সতীশ। (জিতেন্দ্রের নিকটের বাহকদিগকে) তোমাদের সাতবার হয়েছে। দাঁড়াও—শুভ দৃষ্টি করাই (উক্তরূপ করণ এবং বিনোদের নিকটস্থ বাহকগণের প্রতি) এখন তোমরা দাঁড়াও, শুভদৃষ্টি করাই। (উক্তরূপ করণ)

বিনোদ। (দেখিয়া) অঁ্যা! একি? একি? প্রমদা যে! প্রমদা কোথা থেকে এলো? নলিনী কৈ? নলিনী কৈ? শালারা আমাকে ফাঁকী দিয়েছে—লাঠী! লাঠী! লাগাও! লাগাও!

সতীশ। বিনোদ! এখনও তুমি লাঠীর ভয় দেখাও! এখনও তোমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হলোনা! এখনও তোমার

মনোমধ্যে ঘৃণার আবির্ভাব হলো না ! তুমি কোন মুখে আবার নলিনীকে বিবাহ করতে চাও ? তুমি কি নলিনীর উপযুক্ত পাত্র ? তুমি কামিনীকুসুমের কীটস্বরূপ। দেখ তুমি তোমার এই পতিপ্রাণা সরলতাময়ী প্রমদাকে পুনর্ব্বার বিবাহ করিবার লালসায় বিনা অপরাধে পদাঘাতের দ্বারা বাটী হইতে অম্লান বদনে বহিস্কৃত করিয়া দিয়াছ। অনাথিনী সেই দুঃখে ও মনস্তাপে উম্মাদিনী হইয়া একাকিনী বাটী হইতে বহির্গত হইবার পর কাশী যাইবার পথের ধারে বনমধ্যে অনাহারে প্রাণপরিত্যাগ করিতেছিল। হতভাগিনী সেই শোকাবহ অবস্থাতেও মনোমধ্যে একবারও তোমার অমঙ্গলচিন্তা করে নাই। ঘোরতর বিকার অবস্থাতেও সর্ব্বদাই হা ঈশ্বর ! আমার প্রাণেশ্বরের যেন কোন অমঙ্গল না হয় বলিয়া বারম্বার একমনে ঈশ্বরের নিকটে—প্রার্থনা করিয়াছে। তোমার ভ্রাতা আমি ও জিতেন্দ্র বহু অনুসন্ধানের পর সেস্থান হইতে আনিয়া অনেক চিকিৎসার পর আরোগ্য করিয়াছি। এখানে আসিবার পর অবধি দুঃখিনী সর্ব্বদাই হা নাথ ! হা নাথ ! অভাগিনীর প্রতি কি দয়া হবেনা ? বলে দিবারাত্রি রোদন করিয়াছে। কখনও একদিনের জন্যও সুস্থির হয় নাই। এত ক্লেশ এত মনস্তাপের পরও, কেহ তোমার নাম করিয়া নিন্দা করিলে অভাগিনী সেস্থান হইতে চলিয়া গিয়া অন্যত্র বসিয়া রোদন করিত। তুমি কি নরাধম ! তুমি কি কুলাঙ্গার ! তুমি কি পাষণ্ড ! তুমি কি নির্দ্দয় ! যে এমন গৃহলক্ষ্মীস্বরূপা পতিপ্রাণা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবার পর এক দিনের জন্যেও তাঁহার নাম করিয়া পর্য্যন্তও দুঃখ কর নাই। দুঃখ করা চুলোয় যাক্, তার পর কি উপায়ে নলিনী সহজে তোমার হস্তগত হয় তুমি সর্ব্বদা

তাহারই সুযোগ খুঁজিতেছিলে। তুমি এমনই ইন্দ্রিয়দাস যে নলিনীকে সহজে হস্তগত করিতে না পারিলে শেষে বলপূর্ব্বক তাহাকে হরণ ও তাহার সতীত্বনাশ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলে এবং সর্ব্বদা সেই সন্ধানে সন্ধানে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতে। সরলা বালা তোমার যন্ত্রনায় অস্থির, তোমার উপদ্রবে উপদ্রুত এবং তোমার অত্যাচারভয়ে ভীতা হইয়া, তোমার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশায় আত্মহত্যা করিবার মানসে খিড়কীর পুষ্করিণীতে ঝাঁপ দেয়। সৌভাগ্যক্রমে জিতেন্দ্র তাহা জানিতে পারিয়া অনেক কষ্টে সে যাত্রা তাহাকে রক্ষা করে। তাহাতেও তুমি ক্ষান্ত না হইয়া জিতেন্দ্রের নাম জাল করিয়া এক পত্র লিখিয়া নলিনীর নিকটে পাঠাইয়া দেও। সরলা তোমার সেই নিদারুণ পত্র পাঠ করিবামাত্র, ভয়ে ও লজ্জায় অজ্ঞান হইয়া পড়ে। এবং তুমিও সেই সুযোগে তাহাকে হরণ করিবার চেষ্টা পাও। কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় সে বারও জিতেন্দ্র তাহাকে তোমার হস্ত হইতে রক্ষা করে। বার বার এইরূপ দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে কি তোমার লজ্জা বোধ হয়না? তোমারই বা কি দোষ দিব? মদ বেশ্যা ও মোসাহেবে তোমাকে একেবারে নষ্ট করিয়াছে। নতুবা পুনর্ব্বার সেই নলিনীকে বিবাহ করিবার অভিপ্রায়ে লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া বরবেশে লাঠীয়ালগণ সঙ্গে লইয়া স্বয়ং বিবাহসভায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ। এবং জিতেন্দ্র বরবেশে এখানে উপস্থিত থাকিতেও তোমার সহিত নলিনীর বিবাহ দিবার জন্য বারম্বার আমাদিগকে বিরক্ত করিতেছ। এবং শেষে আমরা সহজে স্বীকার না করিলে এখনও বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া যাইতে প্রস্তুত আছ। তুমি এমনই পামর যে প্রমদা আমাকে

ভ্রাতৃসম্বোধন করে জানিতে পারিয়াও তাহাকে আমার বিষয় লইয়া নানা প্রকার কটূক্তি ও বিদ্রূপ করিয়াছ। আমরা এখনও তোমাকে বলিতেছি যে তুমি এই দুর্ব্বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া তোমার এই পতিব্রতা প্রমদাকে পায়ে ধরিয়া গৃহে লইয়া যাও। তাহা হইলেই তোমার সকল দিকে মঙ্গল হইবে। (প্রমদার হাত ধরিয়া) এই লও, এই লও, তোমার প্রমদাকে লও—লইয়া কুললক্ষ্মীকে পুনর্ব্বার কুলে প্রতিষ্ঠা করগে। (প্রমদার প্রতি ভগিনি! যাও তোমার পতির অনুসরণ কর। (বিনোদের প্রতি) কৈ? তুমি এখনও দাঁড়িয়ে রইলে যে! যাও! যাও! আর বিলম্ব করো না। ধর—ধর—কি ভাবছ?

বিনোদ। না এমন কিছু ভাবিনি—বলি—পায়ে না ধর্‌লে হবেনা কি?

সতীশ। পায়ে ধরতে সঙ্কুচিত হচ্য? তুমি যে কাজ করেছ তুষানল তার প্রায়শ্চিত্ত। ধর—ধর—

বিনোদ। (সহসা প্রমদার চরণে পতিত হইয়া) প্রমদা! আমায় ক্ষমা কর। আমি এত দিন না বুঝে তোমায় অনেক যন্ত্রনা দিইছি।

প্রমদা। (সরোদনে বিনোদের কণ্ঠ ধারণ করিয়া) নাথ! ওঠ! ওঠ! অধিনীকে আর কেন অপরাধিনী কর (রোদন)

সতীশ। (এক হস্তের দ্বারা জিতেন্দ্রনলিনীর ও অপর হস্তের দ্বারা প্রমদাবিনোদের হস্ত ধরিয়া) আজ আমাদের কি আনন্দের দিন!

প্রবল প্রবাতে যবে প'ড়ে কোন তরী,
কভু ডোবে কভু উঠে তুফানের ভরে—

কর্ণধার বিনা। সদা গেল গেল রবে।
চৌদিকে তরঙ্গকুল গরজে সঘনে—
প্রলয়ের কালে যথা। গরজি গগনে
ঘোর ঘরঘর রবে ঘন ঘনঘটা
বরষে অশনিব্যূহ প্রতিপদেপদে।
এ হেন সময়ে যদি পায় তরী কুল
ভেসে ভেসে, ডুবে ডুবে, ডুবে উঠে, পুন—
তীরস্থ সুদৃঢ় কোন বনস্পতিতলে।
কি আনন্দ ভুঞ্জে তবে তীরবাসীগণ ?
তেমতি আনন্দ আজি ভুঞ্জি মোরা সবে
হেরিয়া এই দুই তরী পাইয়াছে কুল—

(প্রমদা ও নলিনীকে দর্শয়ন।)

এককালে, এক তীরে, দুই তরুতলে।
প্রমদা বিনোদতরু—নলিনী জিতেন্দ্র,
অপূর্ব্ব সুদৃঢ় তরু—হেলিবার নয়
যতই প্রলব ঝড় হো'ক না জগতে—
ভেসে ভেসে প্রণয়ের প্রবল তুফানে।

(নেপথ্যে)

হুলুধ্বনি ও শঙ্খবাদ্য

যবনিকাপতন।

সমাপ্ত।

—০০০—

ন ভারত যন্ত্রে শ্রীরামনৃসিংহ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।